POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَبِئْسَ
مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ○ (آل عمران:152)

যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অচিরেই আমরা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিব যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত এমন বস্তুকে শরীক করিয়াছে যাহার স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ নাযেল করেন নাই। তাহাদের আবাসস্থল আগুন, আর যালেমদের অবস্থানস্থল কতই না মন্দ!

(আলে ইমরান:১৫২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 47

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 21 নভেম্বর, 2019 23 রবিউল আওয়াল 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু যদি দোয়াপ্রার্থী সত্যনিষ্ঠ হয়ে প্রাথমিক পর্যায়গুলি নিষ্ঠা ও অবিচলতার সাথে অতিক্রম করে, তবে সাধুতা ও সত্যান্বেষণের কারণে সে তাকওয়ার উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ যদিও আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিদের দোয়া গ্রহণ করেন, এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি আর তাঁর প্রতিশ্রুতিকে কোনও প্রকার হেরফের হয় না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্তাবলী

একথাও মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখা উচিত যে, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে,যেগুলির মধ্যে কিছু প্রার্থনকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত, আর কিছু শর্ত সেই ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত যার জন্য দোয়া করা হচ্ছে। যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করা হচ্ছে, সে যেন আবশ্যিকভাবে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অনধীনতা সম্পর্কে দোয়াপ্রার্থীর অন্তরে সম্ভ্রম থাকে। এমন ব্যক্তি যেন সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, খোদার উপাসনা যেন তাদের দিনচর্চার অঙ্গ হয়। তাকওয়া এবং সাধুতার পথ অবলম্বন করে সে যেন খোদাকে সন্তুষ্ট রাখে। এই শর্তাবলী পূর্ণ হলে দোয়ার জন্য গ্রহণীয়তার দ্বার উন্মোচিত হয়। যদি সে খোদা তা'লার ক্রোধ ভাজন হয়ে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এবং বৈরিভাব রাখে, তবে তার অপকর্ম ও দুর্বৃত্তি দোয়ার পথে এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার দরজা তার জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়।

আমাদের দোয়াকে বিফল হওয়া থেকে রক্ষা করুন

অতএব, আমাদের শুভাকাঙ্খীদের জন্য আবশ্যক হল তারা যেন আমাদের দোয়াসমূহ বিফল হওয়া থেকে রক্ষা করে, দোয়ার পথে যেন কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, যা তাদের অগ্রহণযোগ্য কর্মের দরুণ সৃষ্টি হতে পারে। তাদের উচিত তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা, কেননা তাকওয়াই একমাত্র জিনিস যাকে শরীয়তের নির্যাস বলা যেতে পারে। যদি শরিয়তকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করতে চান, তবে তাকওয়াই হল শরীয়তের নির্যাস। তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু যদি দোয়াপ্রার্থী সত্যনিষ্ঠ হয়ে প্রাথমিক পর্যায়গুলি নিষ্ঠা ও অবিচলতার সাথে অতিক্রম করে, তবে সাধুতা ও সত্যান্বেষণের কারণে সে তাকওয়ার উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ যদিও আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিদের দোয়া গ্রহণ করেন, এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি আর তাঁর প্রতিশ্রুতিকে কোনও প্রকার হেরফের হয় না। যেরূপ তিনি বলেছেন- إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ কাজেই যেরূপ পরিস্থিতিতে দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য তাকওয়ার শর্ত অনিবার্য, সেক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি যদি অবহেলা ও বিপথগামিতা সত্ত্বেও দোয়া গৃহীত হওয়ার বাসনা রাখে, তবে সেটি কি তার নির্বুদ্ধিতা নয়? অতএব আমাদের জামাতের জন্য আবশ্যক হল যতদূর সম্ভব তাদের প্রত্যেকে যেন তাকওয়ার পথে পদ চারণা করে যাতে দোয়া গৃহীত হওয়ার আনন্দ লাভ করে এবং ঈমানের সমৃদ্ধি থেকে অংশ পায়।

মানুষের আত্মার তিনটি অবস্থা

কুরআন শরীফ থেকে জানা যায় যে, মানুষের আত্মার তিনটি অবস্থা রয়েছে। এক, 'আম্মারা' (অবাধ্য আত্মা), দ্বিতীয় 'লাওয়ামা' (অনুশোচনাকারী আত্মা) এবং তৃতীয় 'মুতায়িন্নাহ' (শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা)। মানুষের আত্মা যখন অবাধ্য হয় আর তাকে পাপে প্ররোচিত করে, তখন সে যেন শয়তানের থাবার নীচে থাকে। সে শয়তাদের দিকে খুব বেশি ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু 'লাওয়ামা' বা অনুশোচনাকারী অবস্থায় নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খোদার দরবারে বিনত হয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও সে এক অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে থাকে। কখনও শয়তানের দিকে ঝুঁকে আবার কখন রহমান খোদার দিকে। কিন্তু 'মুতমায়িন্নাহ' বা শান্তি-প্রাপ্ত অবস্থায় সে 'ইবাদুর রহমান' বা রহমান খোদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি নীচের সারিতে থাকা 'আম্মারা' বা অবাধ্য আত্মার প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ বিন্দু। এই পাল্লার মাঝামাঝি 'লাওয়ামা' বা তিরস্কারকারী আত্মার অবস্থান, যা দাঁড়ি পাল্লার কাঁটা সদৃশ। যদি কোনও ব্যক্তি নীচের বিন্দুর দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে, তবে সে এমন এক বিন্দুতে অধঃপতিত হবে যা কিনা পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতর। অপরদিকে কোনও ব্যক্তি উচ্চ বিন্দুর দিকে যত বেশি ঝুঁকবে, সে তত বেশি খোদার নৈকট্য অর্জন করবে। এমন ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করে উৎকৃষ্ট ও স্বর্গীয় কল্যাণরাজি থেকে অংশ নেয়। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯২-৯৩)

জলসা সালানা কাদিয়ান প্রসঙ্গে জরুরী ঘোষণা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাদিয়ানের সালানা জলসার বিষয়ে বদর পত্রিকায় ঘোষণা হয়ে এসেছে যে এটি ১২৫তম জলসা। এই ঐতিহাসিক জলসার প্রেক্ষিতে হুযুর আনোয়ার (আই.) কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন, যেগুলি সম্পর্কে জামাতগুলিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এরই মাঝে 'তারিখে আহমদীয়াত কাদিয়ান' (ইতিহাস বিভাগ)-এর তদন্ত ও পর্যালোচনার আলোকে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয় যে-

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জলসা ১২৫তম সালানা জলসা নয়, বরং ১২৬তম সালানা জলসা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর মঞ্জুরী প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানগুলিও অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। পাঠকবর্গকে এবিষয়ে অবহিত করা হল।

(ভারপ্রাপ্ত নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মরকাযিয়া)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

ন্যাশনাল মজলিস আমেলা (যুক্তরাষ্ট্র)-এর সঙ্গে বৈঠক

ন্যাশনাল তরবীয়ত সেক্রেটারী সাহেবের কাছে হুযুর আনোয়ার জামাতের সংখ্যা এবং তাজনীদ জানতে চাইলে তিনি বলেন, জামাতের সংখ্যা ৭৪টি আর মোট তাজনীদ ২০ হাজার ৩৯৪জন। হুযুর বলেন, সম্প্রতি থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা এবং নেপাল থেকে অনেক আহমদী শরণার্থী আমেরিকায় স্থানান্তরিত হয়েছেন। তাদেরকেও তাজনীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, জামাতে ২০০-২৭৫টি নামায সেন্টার রয়েছে। সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি পায়, কেননা অনেক নামায সেন্টার লোকের নিজেদের বাড়িতে তৈরী হয়েছে। যে সব মানুষের বাড়ি মসজিদ থেকে গাড়ি করে দশ-পনেরো মিনিটের পথ, সেখানে নামায সেন্টার তৈরী করা হয় না। যাদের বাড়ি আধ-ঘন্টার থেকে বেশি দূরত্বে সেখানে নামায সেন্টার তৈরী হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে নামায সেন্টারের সংখ্যা ২০০ অতিক্রম করেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর জিজ্ঞাসার উত্তরে তরবীয়ত সেক্রেটারী বলেন, খুদ্দাম, আতফাল এবং আনসার সমেত মোট সংখ্যা ৮৫০০জন। আমরা একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলাম, যা থেকে এই তথ্য সামনে এসেছে যে, ৩৫ শতাংশ মানুষ নিয়মিত মসজিদে নামাযের জন্য আসেন। ২২ শতাংশ সদস্য সপ্তাহে দুই-তিন বার মসজিদে যান।

তিনি বলেন, স্প্রীং ভ্যালি, বায়তুর রহমান জামাতের নামাযীদের সংখ্যা কম। এখানে আমরা এদিক থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।'

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে আমেরিকার মুবাল্লিগ ইনচার্জ আজহার হানীফ সাহেব বলেন, এখানে পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৩৫০ জুমার জন নামাযে আসেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই সংখ্যা তো এক-পঞ্চমাংশেরও কম। মানুষ যে আসছেন না, সেজন্য আপনি কি চেষ্টা করছেন? লোকদেরকে মসজিদে আহ্বান করার জন্য তরবীয়ত বিভাগ কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? বায়তুর রহমানে তিনটি জামাত রয়েছে। আর এখানে একটি স্থানীয় জামাতের আমেলা সদস্যের সংখ্যা প্রায় ২০জন আর তিনটি জামাতের আমেলা সদস্য ৬০জন। অনুরূপভাবে তিনটি জামাতের খুদ্দাম ও আনসার সদস্য ৬০ জন করে হবে। এইভাবে কেবল আমেলা সদস্যই তো ১৮০ জন হয়। আমেলা সদস্যরাই যদি নামাযে আসতে আরম্ভ করে তবে বর্তমান নামাযীদের সংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি পাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নামায মূল বিষয়। আমি বিভিন্ন স্থানে প্রতি মাসে না হলেও অন্তত প্রতি দুই মাস একবার অবশ্যই নামাযের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। এটি অত্যন্ত জরুরী। যদি তরবীয়ত ঠিক থাকে, তবে সেক্রেটারী মাল চাঁদা আদায়ের সময় সমস্যায় পড়ে না। তাই তরবীয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সর্বপ্রথম নামাযের প্রতি মনোযোগ দিন, পরে আর্থিক কুরবানির দিকে মনোযোগ দিন। এর জন্য পরবর্তী এক-দুই সপ্তাহে যথারীতি পরিকল্পনা তৈরী করুন। আর যা পরিকল্পনা তৈরী করবেন, তার একটি প্রতিলিপি আমাকেও পাঠাবেন।

সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, গত তিন বছরে তিনি ২০-৩০ টি জামাত পরিদর্শন করেছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, মুবাল্লিগদের কাছ থেকেও সাহায্য নিবেন। হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, বিগত দুই-তিন বছর থেকে তরবীয়ত বিভাগের কাছে কোনও মুবাল্লিগ নেই। হুযুর বলেন, আপনাদের মুবাল্লিগের ঘাটতি রয়েছে। পাকিস্থান থেকে মুবাল্লিগণ এখানকার ভিসা পান না। ঘানার মুবাল্লিগরা অবশ্য পেয়ে যেতে পারেন। সেখান থেকেও মুবাল্লিগ পাঠানো যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবকে বলেন, আফ্রো-আমেরিকানদের মধ্যে থেকে দশটি না হলেও অন্ততপক্ষে একটি বা দুটি ছেলে যেন অবশ্যই জামেয়ায় যায় সেজন্য চেষ্টা করুন।'

একজন আমেলা সদস্য বলেন, আমরা ওয়াকফে নওদের দশ শতাংশ ছেলেদেরকে জামেয়ায় পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা পেয়েছিলাম। চলতি বছরে এখান থেকে তিনজন ওয়াকফে নও জামেয়ায় পাঠানো হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের লক্ষ্যমাত্রার এক-তৃতীয়াংশ অর্জিত হয়েছে। চেষ্টা করুন যাতে আমেরিকা থেকে অধিক হারে ছেলেদেরকে জামেয়ায় পাঠানো যায়।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে আফ্রো-আমেরিকান আমেলা সদস্য আবু বাকর সাহেব বলেন, তাঁর এক ছেলে রয়েছে। তাঁর ইচ্ছে ছেলে হাইস্কুল শেষ করে জামেয়ায় ভর্তি হোক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ঘানাইয়ান বংশোদ্ভুত আরও অনেক ওয়াকফে নও ছেলেরা রয়েছে, তাদেরকে জামেয়া আহমদীয়ায় পাঠানোর বিষয়ে চেষ্টা হওয়া দরকার। আবু বাকর সাঈদ সাহেবকে হুযুর আনোয়ার বলেন, আফ্রো-আমেরিকান ওয়াফীনদের ছাড়াও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দশজন ছেলেকে জামেয়ায় পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে আর তা আপনাকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

এরপর হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী তরবীয়তকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি যদি আমেলা সদস্যদের পিছনে লেগে থাকেন, তাদেরকে বা-জামাত নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন, তবে নামাযীদের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটবে।

জেনারেল সেক্রেটারী সাহেব বলেন, ৬০ শতাংশ জামাত রিপোর্ট পাঠায়। যারা পাঠায়না তাদেরকে বার বার স্মরণ করানো হয়, ফলে রিপোর্টের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার ন্যাশনাল তবলীগ সেক্রেটারীকে বলেন, আপনি স্পেনিশ ভাষাভাষী এলাকায় বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে তবলীগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কি?

উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, শুরা' সভাতেও তবলীগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রস্তাব উঠে এসেছিল যা হুযুর আনোয়ার অনুমোদন করেছিলেন। আমরা এ বিষয়ে কাজ করছি। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে হুযুরের পক্ষ থেকে যে সমস্ত নির্দেশনা পাই সেগুলি পালন করার চেষ্টা করা হয়। হুযুর আনোয়ার যুক্তরাজ্যে মুবাল্লিগদের সঙ্গে মিটিংয়ে বলেছিলেন, " ইসলাম, কফি এবং কেক" - অনুষ্ঠানের এর উপর তুষ্ট হয়ে বসে থাকবেন না। এই জন্য আমরা আরও অন্যান্য বিষয়ের উপর চিন্তাভাবনা করছি। অনুরূপভাবে রিভিউ অফ রিলিজিয়নস-কে তবলীগের কাজে লাগানোর বিষয়ে হুযুর নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। আমরা এর জন্য একজন সদস্য নির্ধারণ করেছি। হুযুর আনোয়ার প্রতিবেশীদেরকে তবলীগ করার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সে বিষয়েও চেষ্টা চলছে।

হুযুর আনোয়া জানতে চান যে, 'ইসলাম, কফি এবং কেক' -অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা কতজন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন? তবলীগ সেক্রেটারী বলেন, গত আড়াই বছরে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৪১০০ জন ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আর তাঁদের মাধ্যমে ১১ হাজার ৩০০ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু আমরা যাদেরকে ডেটা বেসের অন্তর্ভুক্ত করেছি তাদের সংখ্যা ১০৭২ জন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মুসলিম কাউন্সিল বা মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয় কি? সম্প্রতি তারা একটি খোলা চিঠিও লিখেছিল। চিঠিতে তারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর ব্যক্তিগত আপত্তি তুলেছিল। আপনারা কি তার উত্তর দিয়েছেন?

ন্যাশনাল তবলীগ সেক্রেটারী সাহেব বলেন, এখনও পর্যন্ত উত্তর দেওয়া হয় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই আপত্তিসমূহের তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া উচিত। অন্যথায় যে সব মুসলমান এগুলি পড়বে, তারা মনে করবে এগুলি সবই ঠিক। আপনাদেরকে কমপক্ষে ৫০০ সদস্যের একটি দল গঠন করতে হবে, যারা সমাজমাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে এসব আপত্তিসমূহের উত্তর দিবে। এরপর পর আপনারা যদি এগুলির বিস্তারিত উত্তর দিতে চান, তবে সেগুলি ভাইরাল করার পূর্বে আমার অনুমতি নিবেন। তাই অ-আহমদীরা যে চিঠি লিখেছিল, কাল পর্যন্ত কমপক্ষে আহমদীকে এর উত্তর দেওয়া উচিত। আজকের রাত এই কাজেই নিয়োজিত করুন।

এরপর ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিম আতিফ মিঞাকে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি তালিম সেক্রেটারী। আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো জামাতের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। কেননা, ইমরান খান আপনাকে উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য করতে অস্বীকার করেছিল। হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তাঁকে আর্থিক কমিটির সদস্যও করা দরকার।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে ন্যাশনাল তালীম সেক্রেটারী সাহেব বলেন, তাঁর কাছে এই মুহূর্তে ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষারত ছাত্রদের তথ্য নেই। হুযুর বলেন, আপনার কাছে এ সম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে। আমি খুদ্দামুল আহমদীয়া, লাজনা ইমাউল্লাহকে বলেছি, ছাত্রদের বিষয়ে একজন মুহতামিম নিযুক্ত করুন, যার কাজই হবে ছাত্রদের তদারকি করা। আপনি তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে তালিম সেক্রেটারী সাহেব বলেন: বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের সংগঠনের জন্য

জুমআর খুতবা

খোদার পক্ষ থেকে কোনও সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত অস্ত্র-সজ্জিত হওয়ার পর তা খুলে ফেলা খোদার নবীর জন্য মর্যাদার পরিপন্থী।

আমাদের ধর্মে বিশ্বাসঘাতকতাকে আমরা বৈধ বলে মনে করি না।

আঁ হযরত (সা.) সুমরাকেও সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলে সেই নিষ্পাপ কিশোরের মন আনন্দে ভরে ওঠে।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবাগণ

হযরত খুবায়েব বিন আদি এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বিন উবি বিন আব্দুল্লাহ বিন উবি সুলুল রাজিআল্লাহু আনহুমার পবিত্র জীবনালেখ্য সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা।

খিলাফতের গভীর অনুরাগী এক পুণ্যবান ও স্নেহপরায়ণ জামাতের খাদিম শ্রদ্ধেয় খাজা রশীদুদ্দিন কমর সাহেবের মৃত্যু। তাঁর স্মৃতিচারণা এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ১৮ অক্টোবর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৮ ইখা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবীদের ধারাবাহিক যে স্মৃতিচারণ চলছে আজও তা অব্যাহত থাকবে। বিগত দিনগুলোতে সফর ও বিভিন্ন জলসার কারণে এই স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাহাবীদের স্মৃতিচারণমূলক সর্বশেষ যে খুতবা আমি দিয়েছিলাম তা ছিল ২০ সেপ্টেম্বরের খুতবা। সেই খুতবায় হযরত খুবায়েব বিন আদী-র স্মৃতিচারণ করা হয়েছিল এবং তার কিছু অংশ বর্ণনা করা বাকি ছিল। তাতে বলা হয়েছিল, তিনি শাহাদত বরণের সময় আল্লাহ্ তা'লাকে বলেছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও। যাহোক এরা অতি উন্নত মর্যাদার মানুষ ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার অসাধারণ নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক ছিলেন। আর তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কেমন ছিল তা-ও একথা থেকে জানা যায় যে, যখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! এখানে আর কোন উপায় নেই, তুমিই আমার সালাম মহানবী (সা.)-কে পৌঁছে দাও; তখন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে তার সালাম পৌঁছে দিয়েছেন। বৈঠকে বসা অবস্থায় মহানবী (সা.) ওয়া আলাইকুমুস্ সালামও বলেছেন এবং উপস্থিত সাহাবীদের কাছে তার উল্লেখ করে এটিও বলেছেন যে, তিনি শাহাদত বরণ করেছেন।

(ফতহুল বারি, শারাহ বুখারী লিল ইমাম ইবনে হিজর আসকালানী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৮, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪০৮৬)

হযরত খুবায়েব বিন আদী এবং তার সঙ্গীসাথিদের শাহাদত বরণের পর মহানবী (সা.) হযরত আমর বিন উমাইয়াকে নির্দেশ দেন যে, মক্কায় যাও আর এই নির্যাতনের হর্তাকর্তা আবু সুফিয়ানকে হত্যা কর; এটিই তার শাস্তি। তিনি (সা.) তার সাথে হযরত জাব্বার বিন সাখার আনসারী (রা.)-কেও প্রেরণ করেন। এরা উভয়ে মক্কা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত ইয়াজেজ উপত্যকার এক ঘাটিতে নিজেদের উট বেঁধে রাতের অন্ধকারে মক্কায় প্রবেশ করেন। হযরত জাব্বার হযরত আমরকে বলেন, হায়! আমরা যদি কাবার তাওয়াফ করতে পারতাম আর (কাবা চত্বরে) দু'রাকাত নামায আদায় করতে পারতাম। তখন হযরত আমর (রা.) বলেন, কুরাইশদের রীতি হলো, তারা রাতের খাবার খেয়ে নিজেদের আঙিনায় বসে পড়ে, তাই আমরা আবার ধরা না পড়ি! হযরত জাব্বার (রা.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ এমনটি কখনো হবে না। হযরত আমর (রা.) বলেন, এরপর আমরা কাবা-র তাওয়াফ করি এবং দু'রাকাত নামায আদায় করি। অতঃপর আমরা আবু সুফিয়ানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন মক্কার জনৈক ব্যক্তি আমাদেরকে দেখে ফেলে এবং আমাকে চিনতে পেরে বলে উঠে, এ যে আমর বিন উমাইয়া, নিশ্চয় কোন অপকর্মের উদ্দেশ্যে এখানে এসে থাকবে। এতে আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, প্রাণ রক্ষা করো, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। অতঃপর আমরা দ্রুত সেখান থেকে চলে যাই, অবশেষে একটি পাহাড়ে চড়ে আশ্রয় নিই। তারাও আমাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। আমরা যখন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে যাই তখন তারা হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এরপর আমরা নিচে নেমে পাহাড়ের একটি গুহায় ঢুকে পড়ি এবং পাথর একত্র করে উপরে ও নিচে বিছিয়ে দিই আর সেখানেই আমরা রাত অতিবাহিত করি। সকালে জনৈক কুরায়শী তার ঘোড়া নিয়ে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমরা পুনরায় গুহায় আত্মগোপন করি। আমি বললাম, এই ব্যক্তি যদি আমাদেরকে দেখে থাকে তাহলে সে হৈচৈ করবে, তাই তাকে ধরে হত্যা করাই শ্রেয়। হযরত আমর বর্ণনা করেন, আমার কাছে একটি খঞ্জর ছিল যা আমি আবু সুফিয়ানের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম। আমি সেই খঞ্জর দিয়ে উক্ত ব্যক্তির বুকে আঘাত করি, এতে সে এত উচ্চস্বরে চিৎকার করে যে, মক্কাবাসীরা তার চিৎকার শুনতে পায়। তিনি বলেন, আমি পুনরায় স্ব-স্থলে এসে লুকিয়ে পড়ি। মানুষ যখন দ্রুত তার কাছে পৌঁছে তখন সে অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার ওপর কে হামলা করেছে? উত্তরে সে বলে, আমর বিন উমাইয়া। এরপর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে আর সে সেখানেই মারা যায় এবং তাদেরকে আমাদের অবস্থান-স্থল সম্পর্কে অবগত করতে পারে নি।

সে যুগে অবস্থা এরূপই ছিল যে, শত্রুরা জানতে পারলে পরস্পরের প্রতি ঘোরতর শত্রুতার কারণে এটিই বলা হতো যে, হত্যা কর। তাদের সন্দেহ হয়েছিল যে, যেহেতু সে আমাদেরকে দেখে ফেলেছে, অতএব এখন সে ফিরে গিয়ে বলে দিবে এবং এরপর কাফেররা আমাদের পশ্চাদ্ধাবনে আসবে আর আমাদেরও হত্যা করবে। সুতরাং এমনটি ঘটার পূর্বেই আত্মরক্ষার্থে তারা এরূপ করেন। যাহোক তিনি বলেন, আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সে মক্কাবাসীদের অবহিত করতে পারেনি, তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় আমি নিজ সাথিকে বললাম যে, এখন আমরা নিরাপদ। অতএব আমরা রাতে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমরা একটি দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি যারা হযরত খুবায়েব বিন আদী-র মরদেহ পাহারা দিচ্ছিল। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হযরত আমরকে দেখে বলে যে, খোদার কসম, এই ব্যক্তির হাঁটা চলার ভঙ্গি যতটা আমর বিন উমাইয়ার হাঁটা চলার সাথে সাদৃশ্য রাখে এর চেয়ে অধিক সাদৃশ্য (দুব্যক্তির চলার ভঙ্গিতে) আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। যদি সে মদিনায় না হতো তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতাম যে, এ-ই আমর বিন উমাইয়া। এখানেও আল্লাহ্‌তা'লা তাদের চোখে পর্দা দিয়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত জাব্বার যখন সেই কাঠ পর্যন্ত পৌঁছেন যাতে হযরত খুবায়েবকে ঝোলানো হয়েছিল, তখন দ্রুত সেটিকে উঠিয়ে যাত্রা করেন। তারাও তার পিছু ধাওয়া করে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মদের নেশায় বিভোর ছিল, নেশাগ্রস্ত ছিল, কেউ সজাগ, কেউ ঘুমন্ত আর কেউ ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন। যাহোক তারা টের পায় নি আর তিনি

দ্রুত তা নিয়ে ছুটেন। এরপর তারা যখন টের পায় তখন তারাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, এমনকি হযরত জাব্বার যখন ইয়াজেজ পাহাড়ের বন্যার পানিপুষ্ট নর্দমার কাছে পৌঁছেন তখন তিনি সেই কাষ্ঠদণ্ড উক্ত নর্দমায় নিক্ষেপ করেন। তারাও পিছন পিছন এসে উপস্থিত হয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেই কাষ্ঠদণ্ড সেই কাফেরদের চোখে অদৃশ্য করে দেন। ফলে তারা সেটি খুঁজে পায় নি। হযরত আমর বর্ণনা করেন যে, আমি আমার সাথি অর্থাৎ হযরত জাব্বারকে বললাম যে, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে পড় আর নিজ উটে বসে যাত্রা কর, আমি তাদেরকে তোমার পশ্চাদ্ধাবন হতে বিরত রাখব।

হযরত আমর বর্ণনা করেন, এরপর আমি যাত্রা করি এবং ইয়াজনান পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাই যা মক্কা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত। আমি একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করি।

সেখান থেকে বেরিয়ে 'আরজ' নামক স্থানে পৌঁছি যা মদিনা থেকে ৭৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এরপর অগ্রসর হতে থাকি। তিনি বলেন, যখন আমি 'নাকি' নামক স্থানে আসি,যা মদিনা থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত, তখন মুশরেক কুরাইশদেরমধ্য থেকে দু'ব্যক্তিকে দেখতে পাই যাদেরকে কুরাইশরা মদিনায় গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রেরণ করেছিল। আমি তাদেরকে বললাম, অস্ত্রসমর্পণ কর কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, তোমরা গুপ্তচর বৃত্তির জন্য এসেছ। কিন্তু তারা আত্মসমর্পন করে নি, ফলে লড়াই আরম্ভ হয়। তিনি বলেন, একজনকে আমি তির ছুড়েহত্যা করি আর অপরজনকে বন্দি করি এবং বেঁধে মদিনায় নিয়ে আসি।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৮৫-৮৮৬) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৬) (লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬০৩) (আল মুজামুল বালদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৫,৩০৩)

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে গুপ্তচর হিসেবে একা পাঠিয়েছিলেন যেন হযরত খুবায়েবকে কাষ্ঠদণ্ড থেকে নামাতে পারেন। তিনি বলেন, রাত্রিকালে আমি হযরত খুবায়েবের কাষ্ঠদণ্ডের কাছে পৌঁছে তাতে আরোহন করি। আশঙ্কা ছিল যে, কেউ আমাকে দেখে না ফেলে। যখন আমি সেই কাষ্ঠদণ্ড ছেড়ে দিই তখন তা মাটিতে পড়ে যায়। অতঃপর আমি দেখিযে, সেই কাষ্ঠখণ্ড এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় যেন ভূমি তা গ্রাস করে ফেলেছে। সেই দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত হযরত খুবায়েবের অস্থির কোন উল্লেখ নেই।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮৪)

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী বর্ণনা করেন, হযরত খুবায়েবকে রশি ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে নিচে শোয়ানোর সময়আমি আমার পিছনে কারো পদধ্বনি শুনতে পাই। এরপরযখন আমি পুনরায় সোজা হই তখন কিছুই দেখতে পাই নি এবং হযরত খুবায়েব (রা.)-এর লাশ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

প্রথম রেওয়ায়েত অধিক সঠিক মনে হয় যে, অর্থাৎ তারা পিছু ধাওয়া করলে তিনি [হযরত খুবায়েব (রা.)-এর লাশ] নদীতে ফেলে দেন আর নদী তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় বা যেহেতু নদীর পানিতে স্রোত ছিল তাই তা লাশকে নীচের দিকে বয়ে নিয়ে যায়। যাহোক এ সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। যাহোক তিনি এভাবে খ্যাতি লাভ করেন যে, তাঁর লাশ মাটিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৬)

ফলে কাফেররা তা খুঁজে বের করতে পারে নি আর তাঁর লাশের সাথে অসম্মানজনক যা কিছু করতে চেয়েছিল তা তারা করতে পারে নি এবং আল্লাহ্ তা'লা তা সুরক্ষিত রেখেছেন।

হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.)-এর বন্দিদশার ঘটনা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত এটিও রয়েছে যে, মাবিয়া ছিলেন হুজায়ের বিন আবু ইহাবের মুক্ত দাসী। মক্কায় তার ঘরেই হযরত খুবায়েব (রা.) বন্দি ছিলেন যাতে পবিত্র মাস সমূহ শেষ হলে তাকে হত্যা করা যায়। মাবিয়া পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং খুবই ভালো মুসলমান প্রমাণিত হন। পরবর্তীতে মাবিয়া এ ঘটনা শুনাতেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি হযরত খুবায়েবের চেয়ে ভালো কোন (বন্দি) দেখি নি। দরজার ফাঁক দিয়ে আমি তাঁকে দেখতাম, তিনি শিকলাবদ্ধ ছিলেন। আমার জানামতে পৃথিবীর বুকে খাওয়ার জন্য তখন একটি আঙুরও ছিল না, অর্থাৎ সেই অঞ্চলে কোন আঙুর ছিল না, কিন্তু হযরত খুবায়েব (রা.)-এর হাতে মানুষের মাথার সমান আঙুরের থোকা থাকত অর্থাৎ অনেক বড় থোকা থাকত যা থেকে তিনি খেতেন। তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিয্‌ক ছাড়া আর কিছু ছিল না। হযরত খুবায়েব (রা.) তাহাজ্জুদের নামাযে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন এবং মহিলারা তা শুনে কেঁদে ফেলত আর হযরত খুবায়েব (রা.)-এর প্রতি তাদের দয়া হতো।

তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত খুবায়েব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, হে খুবায়েব! আপনার কি কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? উত্তরে তিনি বলেন, না। তবে হ্যাঁ, একটি জিনিস প্রয়োজন, আমাকে ঠান্ডা পানি পান করাও আর প্রতিমার নামে জবাই করা পশুর মাংস আমাকে দিবে না। অর্থাৎ তোমরা আমাকে যে খাবার দিয়ে থাক তাতে সেই খাবার অন্তর্ভুক্ত করো না যা প্রতিমার নামে জবাই করা হয়েছে। আর তৃতীয় বিষয় হলো মানুষ যখন আমাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিবে তখন তুমি আমাকে বলে দিও। পবিত্র মাস শেষ হওয়ার পর মানুষ যখন হযরত খুবায়েব (রা.)-কে হত্যা করার বিষয়ে একমত হয় তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এ সংবাদ প্রদান করি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তাঁর হত্যার কোনো পরোয়া করেন নি। তিনি আমাকে বলেন, আমার কাছে একটি ক্ষুর পাঠিয়ে দাও যাতে আমি নিজেকে পরিপাটি করে নিতে পারি। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলে আবু হোসেনের হাতে ক্ষুর পাঠিয়ে দিই। এই পুত্র তার আপন ছেলে ছিল না বরং মাবিয়া তার প্রতিপালন করেছিলেন মাত্র– এটিই লিখা আছে। তিনি বলেন, শিশুটি তাঁর কাছে চলে যাওয়ার পর আমার মনে এই উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ্‌র কসম! খুবায়েব এখন তাঁর প্রতিশোধের সুযোগ পেয়ে গেছে। আমার ছেলে এখন তাঁর কাছে রয়েছে এবং ক্ষুর তাঁর হাতে। এখন তো সে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, এটি আমি কী করলাম? এই শিশুর হাতে ক্ষুর পাঠিয়ে দিয়েছি! খুবায়েব এই শিশুকে ক্ষুর দিয়ে হত্যা করবে এবং এরপর বলবে পুরুষের বদলে পুরুষ। রেওয়ায়েতে এটিই বর্ণিত হয়েছে যে, সেই শিশুটি খেলতে খেলতে তাঁর কাছে চলে গিয়েছিল আর তাঁর হাতে ক্ষুর ছিল, কিন্তু একটি রেওয়ায়েত এটিও রয়েছে যা বিস্তারিত। অর্থাৎ ছেলেটি ছিল স্বজ্ঞানে এবং সে বয়সের এমন সীমায় ছিল যখন তার হাতে কোন জিনিস পাঠানো যায় আর তা তিনি পাঠিয়েছেন। অতএব তিনি বলেন, সে যাওয়ার পর খুবায়েব বলবেন, ঠিক আছে! তোমরা আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছ তাই আমিও একে হত্যা করছি। আমার ছেলে ক্ষুর নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি তা নেওয়ার সময় রসিকতা করে তাকে বলেন, তুমি খুবই সাহসী। তোমার মায়ের কি এই ভয় হয় নি যে, আমি বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারি? সে তোমার হাতে আমার কাছে ক্ষুর পাঠিয়ে দিয়েছে, যখন কিনা তোমরা আমাকে হত্যার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছ! হযরত মাবিয়া বলেন, খুবায়েবের এসব কথা আমি শুনছিলাম। আমি বললাম, হে খুবায়েব! আমি আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নিরাপত্তার কারণে তোমাকে ভয় করি নি এবং আমি তোমার খোদার প্রতি ভরসা করে এই শিশুর হাতে তোমার নিকট ক্ষুর পাঠিয়েছি। আমি এজন্য পাঠাইনি যে, তুমি এটি দিয়ে আমার ছেলেকে হত্যা করবে। হযরত খুবায়েব (রা.) বলেন, আমি এমন প্রকৃতির নই যে, তাকে হত্যা করব। আমরা আমাদের ধর্মে বিশ্বাসঘাতকতাকে বৈধ জ্ঞান করি না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি খুবায়েবকে সংবাদ দিই যে, লোকেরা আগামীকাল সকালে তোমাকে এখান থেকে বের করে হত্যা করবে। এরপর যা হয়েছে তা হলো- পরের দিন মানুষ তাকে শিকলাবদ্ধ করে 'তানিম' নামক স্থানে নিয়ে যায় যা মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। আর হযরত খুবায়েব-এর হত্যার দৃশ্য দেখার জন্য শিশু, নারী, দাস ও মক্কার বহু লোক সেখানে পৌঁছে যায় এবং এই বর্ণনা অনুযায়ী কেউ তখন মক্কায় ছিল না।

প্রতিশোধ পরায়ণ ব্যক্তিরা, যারা তাদের জ্যেষ্ঠদের যুদ্ধে নিহত হওয়ার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল, নিজেদের চোখের প্রশান্তির জন্য সেখানে গিয়েছিল। আর যাদের প্রতিশোধ নেওয়ার ছিল না কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধী ছিল তারা কেবল বিরোধিতা ও আনন্দ করার জন্য সেখানে গিয়েছিল যে, দেখি! কীভাবে তাকে হত্যা করা হয়? অতঃপর খুবায়েব (রা.)-কে যখন যায়েদ বিন দাসেনার সাথে 'তানিম' নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় তখন মুশরিকদের আদেশে মাটিতে একটি লম্বা খুঁটি গাঁড়া হয়। এরপর মানুষ যখন খুবায়েব (রা.)-কে সেই কাষ্ঠদণ্ডের কাছে নিয়ে যায় তখন খুবায়েব (রা.) বলেন, আমি কি দুই রাকাত নামায পড়তে পারি? মানুষ বলে, ঠিক আছে।

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। **(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

হযরত খুবায়েব (রা.) লম্বা না করে সংক্ষেপে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করেন। এটি সেই মহিলার বর্ণনা।

(আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৯) (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩০৪৫) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮৩)

ইবনে সা'দের বরাতে যে রেওয়ায়েত এখন বিবৃত বর্ণিত হলো সে অনুযায়ী হুজায়ের বিন আবু ইহাবের স্বাধীনকৃত দাসী মাবিয়ার ঘরে হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার-এর মতে হযরত খুবায়েব (রা.) উকবার ঘরে বন্দি ছিলেন আর উকবার স্ত্রী তাকে খাবার সরবরাহ করতেন এবং খাবারের সময় তিনি হযরত খুবায়েব-এর বাধন খুলে দিতেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী লিখেন, হযরত খুবায়েব (রা.) প্রথম সাহাবী ছিলেন যাকে আল্লাহ্ তা'লার পথে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮ ৩)

অর্থাৎ প্রথমে মাটিতে কাষ্ঠদণ্ড পোঁতা হয় আর এর গায়ে বেঁধে তাকে শহীদ করা হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ হত্যার ঘটনা সম্পর্কে লিখেন, এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মাঝে মক্কার সর্দার আবু সুফিয়ানও ছিল। সে যায়েদকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এটি পছন্দ কর না যে, মুহাম্মদ (সা.) তোমার স্থানে থাকবে এবং তুমি নিজ ঘরে আরামে বসে থাকবে। যায়েদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উত্তর দেন যে, আবু সুফিয়ান! তুমি কি বলছ? খোদার কসম, মুহাম্মদ (সা.) এর পায়ে মদিনার গলিতে একটি কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার চেয়ে আমার জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। এই আত্মনিবেদনের প্রেরণা দেখে আবু সুফিয়ান প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। এই উত্তর এমন ছিল যে, আবু সুফিয়ান এতে প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। আর সে অবাক বিস্ময়ে যায়েদের দিকে তাকায় এবং তৎক্ষণাৎ চাপাস্বরে বলতে থাকে যে, খোদা সাক্ষী ,মুহাম্মদ (সা.) এর সাথীরা যেভাবে মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবাসে আমি অন্য কোন ব্যক্তিকে এভাবে কাউকে ভালোবাসতে দেখি নি।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খন্ড-২০, পৃ: ২৬২)

এটি ছিল মহানবী (সা.) এর সাথে তার সাহাবীগণের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক এবং প্রাণ উৎসর্গ করার নমুনা। আর অপর দিকে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কেমন ছিল তা-ও প্রকাশিত হয়েছে। যখন তিনি এ কথা বলেন যে, আমি যেহেতু খোদা তা'লার পথে মৃত্যু বরণ করছি তাই যেদিকেই পতিত হই না কেন তাতে কিছু যায় আসে না যে, ডানে পতিত হই বা বামে পতিত হই অথবা সামনে পতিত হই কিংবা পেছনে পতিত হই, আমি তো খোদার খাতিরে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করছি।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮৩)

একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল যার প্রকাশ নিহত হওয়ার পূর্বে তিনি করেছেন, আর তা-ও হলো এই যে, আল্লাহ্র সমীপে সিজদা করে নিই, দুই রাকাত নফল পড়ে নিই। মহানবী (সা.)-এর সমীপে সালাম পৌঁছানোর বাসনা ছিল, সেটিও আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ করেছেন অর্থাৎ তা পৌঁছিয়ে দেন। আর মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার চিত্র হলো,এটিও মানতে প্রস্তুত ছিলেন না যে, তাঁর (সা.) পায়ে কোন কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার বিনিময়ে আমার জীবন রক্ষা পাবে। মহানবী (সা.)-এর সামান্যতম কষ্টও তাদের কাছে ছিল অনেক বড় বিষয়, পক্ষান্তরে নিজ জীবনের কোন পরোয়া তারা করতেন না। আর এজন্যই তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল হলেন পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে। হযরত আব্দুল্লাহ্র সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু অউফ শাখার সাথে। তিনি মুনাফেক-সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল -এর পুত্র ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর একান্ত নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্র মাতার নাম ছিল খওলা বিনতে মুনযের।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৮) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

অজ্ঞতার যুগে হযরত আব্দুল্লাহ্র নাম ছিল হুব্বাব, মহানবী (সা.) তার নাম পরিবর্তন করে আব্দুল্লাহ্রাখেন এবং বলেন হুব্বাব হলো শয়তানের নাম। মুনাফেক-সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এর দাদীর নাম ছিল সলুল- যার সম্পর্ক ছিল খুযাআ গোত্রের সাথে। উবাই তার মায়ের দিক থেকে পরিচিত ছিল, তাই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বলা হতো। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল আবু আমের সন্যাসীর খালাতো ভাই ছিল। আবু আমের সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা মানুষের কাছে মহানবী (সা.)-এর আগমনের কথা বলত যে, এক নবীর আগমন ঘটতে যাচ্ছে আর সেই নবীর ওপর ঈমান আনার ইচ্ছাও ব্যক্ত করত এবং মানুষের কাছে তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি দিত যে, তাঁর আগমন হতে যাচ্ছে। অজ্ঞতার যুগে আবু আমের 'টাট' পরিধান করতো অর্থাৎ মোটা বস্ত্র পরিধান করত আর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন স্বীয় রসূল (সা.)-কে প্রেরণ করেন তখন সে যে কথার নসীহত করত তার বিপরীত রূপ ধারণ করে এবং বিদ্বেষমূলক আচরণ আরম্ভ করে আর বিদ্রোহ করে, অধিকন্তু নিজ অস্বীকারে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বদরের যুদ্ধে সে মুশরিকদের পক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার নাম 'ফাসেক' রাখেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

হযরত আব্দুল্লাহ্র সন্তানদের মধ্যে উবাদা, জুলায়হা, খায়সামা, খাওয়াল্লি ও উমামাহ্-র উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি খুব ভালো মুসলমান ছিলেন, তিনি বিখ্যাত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বদর ও উহুদের যুদ্ধসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লিখতে-পড়তেও জানতেন। হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্র বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ কাতেবে ওহী (ওহী লেখক) হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

(আসসীরাস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৫, প্রণেতা সাঈদ আনসারি)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ্র নাক কেটে যায়, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে স্বর্ণের নাক লাগিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু অপর এক বর্ণনামতে উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত আব্দুল্লাহ্র দু'টি দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, যার ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে স্বর্ণের দাঁত লাগানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, দাঁত সংক্রান্ত বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ ও সঠিক।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৮)

আর এটাই সঠিক বলে মনে হয়। কখনো কখনো কতিপয় বর্ণনাকারী অতিরঞ্জন করে ফেলেন, কিংবা কখনো কখনো সঠিক বিষয়টি ধরতে পারেন না। যাহোক, নাক নয় বরং দাঁতের কথা-ই অধিক সঠিক বলে মনে হয় যে, দাঁত ভেঙে গিয়ে থাকবে যার ফলে মহানবী (সা.) বলেন, স্বর্ণের দাঁত লাগিয়ে নাও; আর সে যুগেও এরকমই করা হতো, ক্রাউন বসিয়ে নেওয়া হতো।

উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল যে,পরবর্তী বছর আমরা পুনরায় বদরের প্রান্তরে মিলিত হব। এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে 'সীরাত খাতামান্নাবিঈন' পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ঘেঁটে যে ফলাফল বের করেছেন তা হলো–

উহুদের যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরার পথে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, আগামী বছর বদরের প্রান্তরে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে আর মহানবী (সা.) সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। তাই পরবর্তী বছর অর্থাৎ চার হিজরী সনের শাওয়াল মাসের শেষ দিকে মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবার একটি দল সাথে নিয়ে মদিনা থেকে বের হলেন এবং তিনি (সা.) তাঁর অবর্তমানে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলকে আমীর নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ যখন তিনি (সা.) সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ্কে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেন। অপরদিকে আবু সুফিয়ান বিন হারব্-ও কুরায়শের দুই হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। কিন্তু উহুদের বিজয় এবং এতবড় বাহিনী সাথে থাকা সত্ত্বেও তার হৃদয় ভীত-ত্রস্ত ছিল এবং ইসলামের ধ্বংস চাওয়া সত্ত্বেও সে চাচ্ছিল যতক্ষণ অনেক বড় সেনাদলের ব্যবস্থা না হবে সে মুসলমানদের মুখোমুখি হবে না। সুতরাং সে মক্কায় থাকা অবস্থায়ই নুআয়েম নামের এক ব্যক্তিকে, যে এক নিরপেক্ষ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখত, মদিনা অভিমুখে প্রেরণ করে এবং তাকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয় যে, যে করেই হোক মুসলমানদের ভয় দেখিয়ে, হুমকি-ধমকি দিয়ে এবং সত্য-মিথ্যা বলে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া থেকে বিরত রাখবে। সুতরাং এই ব্যক্তি মদিনায় আসে এবং কুরাইশদের প্রস্তুতি ও শক্তি এবং তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মিথ্যা গল্প শুনিয়ে সে মদিনায় একটি অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। এমনকি কতিপয় দুর্বল প্রকৃতির লোক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ভয় করতে থাকে। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন এবং তিনি (সা.) তাঁর ভাষণে বলেন যে, আমরা কাফেরদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এই যুদ্ধে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছি,

তাই আমরা এটি থেকে পিছু হটতে পারব না, এর ব্যত্যয় ঘটবে না। তোমরা ভয় পেলে আমাকে যদি একাও যেতে হয় আমি যাব এবং একাই শত্রুর মোকাবিলা করব। এই কথা শুনে মানুষের ভয় দূর হতে থাকে এবং তারা গভীর উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর (সা.) সাথে বের হতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

যাহোক মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন আর অপরদিকে আবু সুফিয়ান তার দুই হাজার সেনাসহ মক্কা থেকে বের হয়। কিন্তু ঐশী পরিকল্পনা যেভাবে প্রকাশিত হয় তাহলো মুসলমানরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠিকই বদরের প্রান্তরে পৌঁছে যায় কিন্তু কুরাইশ বাহিনী কিছুদূর এগিয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে যায়।এই ঘটনা যেভাবে ঘটে তা হলো, আবু সুফিয়ান যখন নুআয়েম-এর ব্যর্থতা সম্বন্ধে অবগত হয়; অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের ভীতি-প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছিল, (তার মাধ্যমে) যখন জানতে পারে যে, মুসলমানরা ভয় পায় নি বরং তারা বেরিয়ে এসেছে, তখন সে মনে মনে ভয় পায় এবং নিজ সেনাবাহিনীকে এই কথা বলে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যে,এ বছর প্রচণ্ড খরা দেখা দিয়েছে আর সাধারণ মানুষ কষ্টের মাঝে রয়েছে; তাই এখন যুদ্ধ করা উচিত নয়। স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলে আর অবস্থা ঠিক হয়ে গেলে অধিক প্রস্তুতির সাথে আমরা মদিনায় আক্রমণ করব।

যাহোক ইসলামী সেনাদল আট দিন পর্যন্ত বদরের প্রান্তরে অবস্থান করে। আর সেখানে সেই ময়দানে যেহেতু প্রতি বছর জিলকদ মাসের শুরুতে মেলা বসতো তাই সেই দিনগুলোতে মেলা বসে আর সাহাবীরা এই মেলাতে ব্যবসা করে অনেক লাভ করেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, এই আট দিনের ব্যবসায় অর্থাৎ সেখানে অবস্থানকালে তারা নিজেদের মূলধনকে দ্বিগুণ করে নেন। অর্থাৎ তাদের নিজস্ব যে পুঁজি ছিল তা সেখানে ব্যবসার কারণে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশ বাহিনী আসে নি তাই মেলার সমাপনান্তে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদর থেকে যাত্রা করে মদিনায় ফিরে আসেন, আর কুরাইশরা মক্কায় ফিরে গিয়ে পুনরায় মদিনায় আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করে। এটিকে বদরুল মওয়েদের যুদ্ধ বলা হয় যার জন্য এই সেনাদল বের হয়েছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, মির্যা বশীর আহমদ এ.এ, পৃ: ৫২৯-৫৩০)

হযরত আবদুল্লাহ্ ১২ হিজরী সনে আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭২)

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্র পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল সম্বন্ধে রেওয়ায়েত রয়েছে। এসব রেওয়ায়েত ঘটনার সাথে সরাসরি সম্পর্ক না রাখলেও আমি এজন্য বর্ণনা করি যেন ইতিহাস সম্পর্কেও জানা যায়।

হযরত উসামা বিন যায়েদ থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি গাধায় আরোহন করেন যেটার ওপর ফাদাকের তৈরী চাদর বিছানো ছিল এবং তিনি (সা.) হযরত উসামা বিন যায়েদকে নিজের পিছনেবসিয়ে নেন। তিনি (সা.) হযরত সাদ বিন উবাদা (রা.)-এর শুশ্রূষার জন্য যাচ্ছিলেন, যিনি বনু হারেস বিন খাযরাজ-এর পাড়ায় বসবাস করতেন। এটি বদরের যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। হযরত উসামা বলতেন, পথিমধ্যে তিনি (সা.) এমন এক বৈঠক অতিক্রম করেন যাতে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিনসলুল ছিল, আর এটি সেই সময়কার ঘটনা যখন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মুসলমান হয় নি। অর্থাৎ সে যে কপটতামূলক ঈমান আনয়ন করেছিল, সেই সময় তা-ও ছিল না। সেই বৈঠকে কিছু মুশরিকও বসে ছিল, কতক ইহুদিও ছিল, কতিপয় মুসলমানও বসে ছিল, এটি একটি সম্মিলিত বৈঠক ছিল। উক্ত সভায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। যখন সেই পশুর (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গাধার চলার কারণে সৃষ্ট) ধূলা সেই মজলিসের ওপর পতিত হয় তখন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তার চাদর দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে আর খুব সম্ভব মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করেই বলে যে, ধূলা উড়িও না। মহানবী (সা.) সালাম বলার পর থামেন এবং পশুর বাহন থেকে নামেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র পথে আসার জন্য আহ্বান করেন এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনান। আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বলে, হে ব্যক্তি! তুমি যে কথা বলছো তা থেকে উত্তম আর কোন কথা নেই। অর্থাৎ তুমি যা বলছ তা সঠিক, অথবা এ কথার অর্থ এটি ছিল যে, তোমার মতে এর চেয়ে ভালো আর কোন কথা নেই, অথবা এর চেয়ে আর কোন ভালো কথা কি তুমি বলতে পার না?এই বাক্যের বহু অর্থ হতে পারে, যাহোক কীভাবে অনুবাদ করা হয়েছে তা মূল উদ্বৃতি থেকেই জানা সম্ভব। যাহোক সে বলে যে, যদি এটি সত্য হয়ে থাকে অর্থাৎ তুমি যা বলছ তা সত্য হলেও আমাদের সভায় এসে আমাদের কষ্ট দিও না, নিজ জায়গায় ফিরে যাও এবং যে তোমার কাছে আসে তার কাছে বল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা এটি শুনে বলেন যে, না, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের এসব সভায় এসেই আপনি আমাদেরকে পাঠ করে শুনাবেন। আমরা এটিই পছন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদিরা পরস্পরকে গাল-মন্দ করতে থাকে। তারা একে অন্যের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের উত্তেজনা প্রশমন করতে থাকেন এবং তাদেরকে বোঝাতে থাকেন। অবশেষে তারা বিরত হয়। এরপর মহানবী (সা.) নিজ পশুর উপর চড়ে সেখান থেকে চলে যান এবং হযরত সা'দ বিন ওবাদার কাছে আসেন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে সা'দ! আজ আবু হুবাব আমাকে যা বলেছে তুমি কি তা শুননি? তিনি (সা.) এর মাধ্যমে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর কথা বলছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, সে আমাকে এই এই কথা বলেছে এবং তাকে বিস্তারিত খুলে বলেন। হযরত সা'দ বিন ওবাদা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তাকে উপেক্ষা করুন। সেই সত্তার কসম যিনি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা এখন সেই সত্যকে এখানে নিয়ে এসেছেন যা তিনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এ জনপদবাসীরা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে নেতৃত্বের মুকুট পরিয়ে তার মাথায় পাগড়ী বাঁধার সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'লা সেই সত্যের কারণে, যা তিনি আপনাকে দান করেছেন, এটি যেহেতু অনুমোদন করেন নি তাই সে হিংসার আগুনে জ্বলে উঠে। এজন্য সে ঐসব কথা বলেছে যা আপনি দেখেছেন। এটি শুনে মহানবী (সা.) তাকে উপেক্ষা করেন এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ মুশরিক ও আহলে কিতাবদের মার্জনা করতেন যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেনএবং তাদের দেওয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا

(সূরা আলে ইমরান: ১৮৭)

অর্থাৎ আর তোমরা অবশ্যই তাদের কাছ থেকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে অনেক কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনবে। সেইসাথে আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم

(সূরা বাকারা: ১১০)

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে অনেকে এমন আছে যারা! তোমাদের ঈমান আনয়নের পর আরেকবার তোমাদেরকে কাফের বানাতে চায়, সেই বিদ্বেষের কারণে যা তাদের নিজেদেরই অন্তর থেকে উদ্ভূত । সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় আদেশ অবতীর্ণ না করা পর্যন্ত তুমি তাদেরকে মার্জনা কর এবং তাদের (দোষত্রুটি) উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতাবান।

আর মহানবী (সা.)ক্ষমা করাকেই যথোপযুক্ত মনে করতেন যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। মহানবী (সা.) যখন বদরের প্রান্তরে তাদের মোকাবেলা করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা এই লড়াইয়ে কাফের কুরাইশদের বড় বড় নেতাকে ধ্বংস করেন তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলু ল এবং তার মুশরেক ও মূর্তি পূজারী সাথীরা বলা আরম্ভ করে যে, এখন তো এই জামা'ত মহিমাদীপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা মহানবী (সা.)-এর হাতে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে বয়আত করে এবং মুসলমান হয়ে যায়।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৫৬৬)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

তাদের ইসলাম গ্রহণও এমনই ছিল, যখন দেখে যে,(মুসলমানরা) বদরের যুদ্ধে সফল হয়েছে তখন তারা ভীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

যাহোক এসব রেওয়ায়েত, যেমনটি আমি বলেছি, এগুলোর সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও আমি বর্ণনা করি যেন এসব ঘটনাবলী দ্বারা ইতিহাসও জানা হয়ে যায়। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলু লের চরিত্রের স্বরূপও হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) মুসলমানদের সমবেত করে তাদের কাছে কুরাইশদের এই আক্রমণের ব্যাপারে পরামর্শ চান যে, মদিনায় অবস্থান করা উচিত নাকি মদিনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করা উচিত। এই পরামর্শ সভায় আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলও উপস্থিত ছিল, যে আসলে মুনাফেক ছিল কিন্তু বদরের যুদ্ধের পর সে বাহ্যত মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এটি প্রথম কোন উপলক্ষ্য যখন মহানবী (সা.) তাকে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পরামর্শ করার পূর্বে মহানবী (সা.) কুরাইশদের আক্রমণ এবং তাদের রক্তক্ষয়ী সংকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে একটি গাভী দেখেছি, সেই সাথে আরো দেখেছি যে, আমার তরবারির অগ্রভাগ ভেঙে গেছে। এরপর আমি দেখি, সেই গাভীটি জবাই করা হচ্ছে। আরো দেখি যে, আমি আমার হাত একটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত বর্মের ভিতর প্রবিষ্ট করি। আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) বলেন, স্বপ্নে দেখি যে, আমি একটি দুম্বার পিঠে আরোহিত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এই স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, গাভী জবাই হওয়ার অর্থ আমি মনে করি আমার কতক সাহাবী শহীদ হওয়া। আর আমার তরবারির প্রান্ত ভেঙে যাওয়ার মাধ্যমে আমার প্রিয়দের কারো শহীদ হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত বলে মনে হয় অথবা হয়ত এই অভিযানে আমার নিজের কোন ক্ষতি হতে পারে। আর বর্মের ভিতর হাত রাখার অর্থ আমি এটি মনে করি যে, এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমাদের মদিনায় অবস্থান করা অধিক যুক্তযুক্ত। আর দুম্বায় আরোহনমূলকে স্বপ্নের তিনি (সা.) এই ব্যাখ্যা করেন যে, এর মাধ্যমে কাফের সৈন্যবাহিনীর সরদার অর্থাৎ পতাকাবাহীকে বোঝানো হয়েছে যে ইনশাআল্লাহ্ মুসলমানদের হাতে নিহত হবে।

এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চান যে, এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। কতিপয় প্রবীণ সাহাবী পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারণে এবং ভেবে-চিন্তে আর হয়ত কিছুটা মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নে প্রভাবিত হয়ে এই মতামত দেন যে, মদিনায় অবস্থান করে মোকাবিলা করাই যুক্তিযুক্ত হবে। মুনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলও একই মতামত দেয় আর মহানবী (সা.)ও এই মতই পছন্দ করেন এবং বলেন, এটিই উত্তম হবে বলে মনে হয়, অর্থাৎ মদিনার ভেতর থেকে শত্রুকে প্রতিহত করা। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী আর বিশষভাবে সেসব যুবক, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং নিজেদের শাহাদতের মাধ্যমে ধর্মসেবার সুযোগ লাভ করতে চাচ্ছিল এবং এর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছিল, জোর দিয়ে নিবেদন করে যে, শহর থেকে বেরিয়ে খোলা মাঠে মোকাবিলা করা উচিত। তারা এত বেশি জোর দেয় এবং নিজেদের মতামত উপস্থাপন করে যে, মহানবী (সা.) তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে তাদের কথা মেনে নেন এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, আমরা উন্মুক্ত মাঠে বের হয়ে কাফেরদের মোকাবিলা করব। জুমুআর নামাযের পর তিনি (সা.) মুসলমানদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন যে, তারা যেন আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পুণ্যের ভাগী হয়।

এরপর তিনি ঘরের ভেতর চলে যান, যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) এর সাহায্যে পাগড়ী বাঁধেন ও যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেন আর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র নাম নি য়ে বাইরে বের হন। কিন্তু এরই মধ্যে অওস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং অন্যান্য প্রবীণ সাহাবীদের বোঝানোর কারণে যুবকরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর মতের বিপরীতে নিজেদের মতামতের উপর জোর দেওয়া উচিত নয় এবং তাদের অধিকাংশই অনুতপ্ত ছিল।

তারা যখন মহানবী (সা.)-কে অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং দু'স্তর বিশিষ্ট বর্ম ও শিরস্ত্রান প্রভৃতি পরিধান করা অবস্থায় বাইরে আসতে দেখে তখন তাদের অনুশোচনা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তারা আরো অস্থির হয়ে যায়। আর তারা প্রায় সমস্বরে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের ভুল হয়ে গেছে যে, আমরা আপনার মতের বিপরীতে নিজেদের মতের ওপর জোর দিয়েছি। আপনি যা সঠিক মনে করেন তা-ই করুন, ইনশাআল্লাহ্, এতেই বরকত হবে। তিনি (সা.) অত্যন্ত দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, এটি খোদার নবীর মর্যাদার পরিপন্থী যে, তিনি সশস্ত্র হওয়ার পর পুনরায় তা খুলে ফেলবেন, যতক্ষণ খোদা কোন সিদ্ধান্ত না দেন। এখন আর এটি হতে পারে না। অর্থাৎ এটি খোদার নবীর জন্য সাজে না যে, তিনি অস্ত্রসজ্জিত হবার পর পুনরায় তা খুলে ফেলবেন, তবে এটি আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত হলে ভিন্ন কথা। অতএব এখন আল্লাহ্ তা'লা র নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হও। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তোমাদের সাথে থাকবে।

এরপর মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর জন্য তিনটি পতাকা তৈরী করার নির্দেশ দেন। 'অউস' গোত্রের পতাকা উসায়েদ বিন হুযায়ের এর হাতে ন্যস্ত করা হয়। 'খাযরাজ' গোত্রের পতাকা হুবাব বিন মুনযের এর হাতে ন্যস্ত করা হয়। আর মুহাজিরদের পতাকা হযরত আলীকে প্রদান করা হয়। আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম-কে মদিনায় নামাযের ইমাম নিযু ক্ত করে আসরের নামাযের পরমহানবী (সা.)সাহাবীদের এক বড় জামা'তকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। 'অউস' ও 'খাযরাজ' গোত্রের সর্দার সা'দ বিন মুআয ও সা'দ বিন উবাদা তাঁ র (সা.) বাহনের সামনে ধীরে ধীরে দৌড়াচ্ছিলেন এবং অন্য সাহাবীরা তাঁর (সা.) ডানে, বামে এবং পিছনে চলছিলেন। উহুদ পাহাড় মদিনার উত্তরে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর মদিনার নিকটবর্তী 'শায়খাইন' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি (সা.) যাত্র-াবিরতি দেন এবং ইসলামী সৈন্যবাহিনীর অবস্থা যাচাইয়ের নির্দেশ প্রদান করেন। যে সব কিশোর জিহাদের আগ্রহে সাথে চলে এসেছিল, তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। অতএব আব্দুল্লাহ বিন উমর, উসামা বিন যায়েদ, আবু সাঈদ খুদরী প্রমুখ সবাইকে ফেরত পাঠানো হয়। রাফে বিন খাদিজ সেই কিশোরদেরই সমবয়সী ছিলেন, কিন্তু তিরন্দাজিতে পারদর্শী ছিলেন। তার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তার পিতা মহানবী (সা.)-এর সমীপে তাকে জিহাদে যোগদান করার অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করেন। মহানবী (সা.) রাফে'র দিকে তাকালে, তিনি সৈনিকদের মত বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে যান যাতে তাকে চৌকস ও লম্বা দেখায়। অতএব তার এই কৌশল কাজে আসে আর মহানবী (সা.) তাকেও সাথে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। তখন আরেক কিশোর-বালক সামুরা বিন জুনদুব, যিনি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছিলেন, তিনি তার পিতার কাছে যান এবং বলেন, যদি রাফে-কে নেওয়া হয় তাহলে আমারও অনুমতি পাওয়া উচিত কেননা, আমি রাফের চেয়ে শক্ত-সমর্থ আর মল্লযুদ্ধে তাকে ধরাশায়ী করি। ছেলের এরূপ নিষ্ঠা দেখে পিতা খুবই আনন্দিত হন এবং তাকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং নিজ পুত্রের মনোবাসনার কথা ব্যক্ত করেন। মহানবী (সা.) মুচকি হেসে বলেন, ঠিক আছে, বিষয় যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে রাফে এবং সামুরার মধ্যে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করি যাতে বোঝা যায় যে, কে বেশি শক্ত-সমর্থ। অতএব মোকাবিলা হয় আর সত্যিই অল্প সময়ের মধ্যেই সামুরা রাফে'কে ধরাশায়ী করে দেয়। এতে মহানবী (সা.) সামুরাকেও সাথে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন আর সেই নিষ্পাপ বালকের মন আনন্দে ভরে যায়। তখন যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল তাই বেলাল (রা.) আযান দেন আর সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করেন। এরপর সেই রাতের জন্য সাহাবীরা সেখানেই তাঁবু খাটান এবং মহানবী (সা.) নৈশ প্রহরার জন্য মুহাম্মদ বিন মাসলেমা (রা.)-কে ব্যবস্থাপক বা নেতা নিযুক্ত করেন, যিনি পঞ্চাশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে সারা রাত মুসলিম সৈন্যবাহীনির চতুষ্পার্শ্বে টহল দেন।

পরের দিন ৩রা হিজরীর ১৫ই শাওয়াল মোতাবেক ৩১শে মার্চ, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার সেহরীর সময় এই মুসলিম সৈন্যবাহীনি সম্মুখে অগ্রসর হয়

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

আর পথিমধ্যে নামায আদায় করে সকাল হতে ইউহুদ প্রান্তরে পৌঁছে যায়। তখন মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নিজের তিনশ' সঙ্গীসহ মুসলমানদের সৈন্যবাহীনি থেকে পৃথক হয়ে একথা বলে মদিনা অভিমুখে ফিরে যায় যে, মুহাম্মদ (সা.) আমার কথা মানেন নি এবং অনভিজ্ঞ যুবকদের কথায় (মদিনার) বাইরে বের হয়ে এসেছেন, তাই আমি তাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করতে পারব না। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে তাকে বোঝায় যে, এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত নয়, কিন্তু সে কারো কথায় কর্ণপাত করে নি বরং একথাই বলতে থাকে যে, এটি কোন যুদ্ধ হলো! যদি যুদ্ধ হতো তাহলে আমি যোগ দিতাম,কিন্তু এটি কোন যুদ্ধই নয় বরং নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া। এখন মুসলমানদের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল কেবল সাতশ, যা কাফিরদের তিন হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় এক চতুর্থাংশেরও কম ছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, রচয়িতা-মির্যা বশীর আহমদ,এম.এ, পৃ: ১৬৮)

যাহোক, যুদ্ধ হয়। এ সংক্রান্ত আরো কিছু বৃতান্ত রয়েছে, বাদ বাকী ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে খুতবায় বর্ণনা করব।

এখন আমি একজন মরহুমেরও স্মৃতিচারণ করতে চাই, নামাযের পর যার গায়েবানা জানাযাও পড়াব। তিনি হলেন, মরহুম মওলানা কমর উদ্দীন সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় খাজা রশীদ উদ্দীন কমর সাহেব। কিছুদিন রোগভোগের পর গত ১০ই অক্টোবর ৮৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'

তিনি ১৯৩৩ সনে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর আমি যেমনটি বলেছি, তিনি মৌলভী কমর উদ্দীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মৌলভী কমর উদ্দীন সাহেবকে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম সদর নিযু ক্ত করেছিলেন। মরহুম হযরত মিয়া খায়ের উদ্দীন সীখওয়ানী সাহেব (রা.)-এর পৌত্র আর আমাদের যুক্তরাজ্যের শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেবের মামা ছিলেন। হযরত মিয়া খায়ের উদ্দীন সীখওয়ানী এবং তার (অপর) দু'ভাই সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'আঞ্জামে আথম' পুস্তকে লিখেছেন যে, আমি আমার জামা'তের ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হই যে, তাদের মাঝে অত্যন্ত স্বল্প আয়ের লোক, যেমন- মিয়া জামালুদ্দিন ও খায়রুদ্দিন এবং ইমামুদ্দিন কাশ্মীরি প্রমুখ আমার গ্রামের পাশেই বসবাস করেন। তারা তিনজন দরিদ্র ভাই হয়ত মজদুরী করে দৈনিক তিন আনা বা চার আনা আয় করেন, কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মাসিক চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন।

(আঞ্জামে আথম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩১৩ থেকে সংগৃহীত)

এরপর অপর এক উপলক্ষ্যে যখন তিনি (আ.) চাঁদার তাহরীক করেন তখন তারা তিন ভাই-ই তাতে চাঁদা প্রদান করেন। তাদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, তাদের চাঁদা প্রদানের বিষয়টি বড়ই অদ্ভুত এবং ঈর্ষণীয়। জাগতিক ধনসম্পদের মোহ তাদের মাঝে নেই বললেই চলে, যেন হযরত আবু বকর (রা.)-এর ন্যায় যা-ই ঘরে ছিল তার সবই নিয়ে এসেছেন এবং ধর্মকে জগতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন যেমনটি বয়আতের শর্ত ছিল।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৭ থেকে সংগৃহীত)

হযরত খাজা সাহেব তাদেরই বংশধর ছিলেন। মরহুম পাকিস্তানে হিজরতের পর কিছুকাল পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কাজ করেন। এরপর ১৯৫৮ সনে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হন এবং এখানে ৩৩ বছর পর্যন্ত বৃটিশ বিমানবাহিনীতে চকরিরত ছিলেন। তার যেহেতু ধর্মসেবারও আগ্রহ ছিল তাই চাকরিকালেও তিনি তার ডিউটি রাতের বেলায় রাখতেন যেন দিনের বেলায় ধর্মসেবা করতে পারেন। তিনি প্রায় সারাজীবন ধর্মসেবায় অতিবাহিত করেছেন। জামা'তের বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। যুক্তরাজ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম কায়েদ হিসেবে সাত বছর কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তখন সারা বিশ্বের খোদ্দামুল আহমদীয়া কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনে ছিল। যাহোক তিনি যুক্তরাজ্যের প্রথম কায়েদ ছিলেন। একই সাথে তিনি ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী রিশতানাতা, সেক্রেটারী উমুরে আমা, নায়েব অফিসার জলসাগাহ্ হিসেবেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

খাজা সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা ছিল। জামা'তের বুযুর্গ, মুরব্বী এবং কর্মকর্তাদের অনেক সম্মান করতেন। অত্যন্ত পুণ্যবান ও তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন। নিয়মিত বাজামা'ত নামায আদায়কারী, চাঁদা এবং সদকা ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মিত, অতি মিশুক, দরিদ্রদের প্রতি যত্নবান, শিশুদের সাথে অত্যন্ত নম্রতাপূর্ণ আচরণকরতেন, বড় এবং ছোটদেরও সম্মান করতেন, খুবই দোয়াগো বুযুর্গ ছিলেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়া এক পুত্র এবং দুই কন্যা,এক বোন এবং তিন ভাই রেখে গেছেন।

তার দৌহিত্র কাসেদ মুঈন সাহেব জামা'তের মুরব্বী, যিনি আজকাল এমটিএ এবং আলহাকাম-এ কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। কাসেদ মুঈন সাহেব বলেন, আমরা শনি ও রবিবার আমাদের নানা বাড়িতে কাটাতাম এবং সেখানে থাকতাম। প্রতি সপ্তাহে তাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমি শৈশবে অধিকাংশ সময় তার ঘরেই ঘুমাতাম। তাকে সবসময় দেখেছি যে, ঘুমানোর পূর্বে তিনি নফল পড়ে শুতেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে, ধীরে-সুস্থে এবং প্রশান্তচিত্তে নফল পড়তেন আর ভোরে নিয়মিত তাজাজ্জুদের জন্য উঠতেন এবং ফজরের জন্য আমাদেরও জাগাতেন। তিনি লিখেন, তাকে সর্বদা অত্যন্ত কোমল-হৃদয় পেয়েছি, খুবই ফিরিশতা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কখনো আমাদের বকাঝকা করেন নি। একবার আমাকে বকেছেন বলে আমার স্মরণ আছে, আর তার কারণ হলো, আমি খলীফা রাবে (রাহে.)-র যুগে শৈশবের নিষ্পাপ চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করি যে, পরবর্তী খলীফা কে হবেন? অর্থাৎ পরবর্তী খলীফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এতে নানাজান আমাকে খুবই বকাঝকা করেন এবং বোঝান যে, এমন কথা বলতে হয় না। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিশু বয়সেই আমি খিলাফতের মর্যাদা বুঝতে পারি।

যাহোক খিলাফতের সাথে তার অসাধারণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তিনি নিয়মিত আমাকেও পত্র লিখতেন। অসুস্থতা নিয়ে শেষ দিনগুলোতেও দেখা করতে আসেন। এখানেআমার সফরের জন্য আসার কয়েক দিন পূ র্বে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তার ক্যানসার ধরা পড়েছিল। অসুস্থতা ও চিকিৎসা ছিল বড় কষ্টদায়ক, কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে রোগের মোকাবিলা করেন আর খুবই সাহসিকতার সাথে সমস্ত কথা আমাকে বলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন আর নিজ প্রিয়দের মাঝে ঠাঁই দিন। তার সন্তানসন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও তার পুণ্য সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

****

" একজন মানুষ, সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন মানুষ হিসেবে সবাই একই সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই কাউকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।"

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)]

হুযুর আনোয়ারকে পত্র প্রেরণের নতুন ঠিকানা

জামাতের সদস্যগণ অবগত আছেন যে, জন্য সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) কয়েক মাস থেকে মসজিদ ফযল থেকে নতুন কেন্দ্র ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড স্থানান্তরিত হয়েছেন। যে সমস্ত সদস্য হুযুরকে ডাক যোগেদোয়ার পত্র লেখেন, তাদেরকে এখন থেকে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় চিঠি পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

ISLAMABAD,2, SHEEPHATCH LANE,
TILFORD SURREY GU10 2AQ
UNITED KINDOM

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)

২ পাতার পর .....

বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। যেমন- নার্সারী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য গণিতের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলাম যা তারা গ্রীষ্মকালীণ ছুটিতে সম্পূর্ণ করবে।

হুযুরের প্রশ্ন করেন যে, দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষাগুলিতে ছেলেদের ফল কেমন হচ্ছে? তালীম সেক্রেটারী বলেন, ফলাফল খুব ভাল নয়। এ প্রসঙ্গে হুযুর বলেন, বিষয়টিকে শুরার সভায় রাখবেন।

তালীম সেক্রেটারী বলেন, এ সম্পর্কে খুদ্দামুল আহমদীয়ার সঙ্গে আলোচনা করেছি। হুযুরের নির্দেশ অনুসারে এটিকে শুরাতেও রাখব যে কিভাবে আমরা সন্তানদের শিক্ষার মান উন্নত করতে পারি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সর্বপ্রথম কাজ হল, কতজন ছাত্র-ছাত্রী ইউনিভর্সিটিতে আর কতজন স্কুলে শিক্ষারত সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। তাদের নাম, বয়স, শিক্ষা এবং ভবিষ্যত-পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য আপনার হাতে থাকা চাই। এছাড়া প্রতিটি জামাতে একটি কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা থাকা দরকার। কমপক্ষে বড় শহরের বড় জামাতগুলিতে এই ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সচরাচর দেখা যায় যে, কি করণীয় সে সম্পর্কে ছাত্ররা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দিক-নির্দেশনা নিয়ে থাকে। কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে যারা যথারীতি অর্থের বিনিময়ে আপনাকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তাই আপনারা যদি হাই স্কুলের ছাত্রদেরকে তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে কাউন্সিলিং দিতে পারেন যে, তাদের কোন বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত বা কোন্ ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ- তবে তাদের অনেক উপকার হবে। আমাদের ছাত্রদের জ্ঞাত থাকা উচিত যে, তারা পরবর্তীতে কি করতে চলেছে। এখানে অনেক শিক্ষিত মানুষ রয়েছেন, তাই আপনি যদি প্রত্যেক এলাকায় এমন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি করে কমিটি গঠন করতে পারেন, তবে তারা ছাত্রদেরকে কাউন্সিলিং দিতে পারে। যদি প্রতিটি জামাত বা এলাকায় কমিটি গঠন করা সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি হওয়া আবশ্যক যেখান থেকে ছাত্ররা দিক-নির্দেশনা পেতে পারবে। তারা অন্য কোথাও পয়সা খরচ করবে, তার চেয়ে বরং আপনাদের কাছে কাউন্সিলিং নিতে আসুক।

এরপর হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী ইশাআতকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি পত্রিকাগুলিতে নিবন্ধ লেখা ছাড়া আর কি কাজ করেন? সেক্রেটারী সাহেব বলেন, আমরা বুক-স্টোর ম্যানেজ করছি আর এখন আমাজন-এ বই বিক্রি করা আরম্ভ করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন ডাক-বিভাগের জন্য এডিশিন্যাল ওকীলুল ইশাআত নিযুক্ত হয়েছে। তাই তাঁর সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ থাকা উচিত। কোনও পুস্তক ছাপা মাত্রাই আপনারা যেন সে সম্পর্কে জেনে যান। তারপর আপনি তাদেরকে বলবেন কতগুলি পুস্তকের প্রয়োজন রয়েছে।

ইশাআত সেক্রেটারী বলেন, যেখানে মুবাল্লিগ নিযুক্ত আছেন সেখানে লাইব্রেরী স্থাপিত রয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য অনেক স্থানে লাইব্রেরী নেই, কেননা সেখানে জায়গা নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর থেকে যখনই আপনারা মসজিদ বা কোনও মিশনের নকশা তৈরী করবেন তাতে লাইব্রেরীর জন্য অবশ্যই জায়গা রাখবেন।

এরপর ন্যশনাল রিশতা-নাতা সেক্রেটারী বলেন, আমাদের ডেটা-বেস অনুযায়ী প্রায় ৪৫০ জনের তথ্য রয়েছে, যাদের মধ্যে ৮০ জন ছেলে ও ২৩০ জনের বেশি মেয়ে রয়েছে। গত বছর ১২ জনের বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে ন্যাশনাল রিশতা-নাতা সেক্রেটারী বলেন, অধিকাংশ ছেলেদের বয়স ২৫-৩৫ এর মধ্যে, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও ভিন্ন ভিন্ন। অপরদিকে মেয়েরাও অনেক উচ্চ শিক্ষিত। এই কারণেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

তিনি জানান, আন্তর্জাতিক রিশতা-নাতা কমিটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাব এসেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এ বিষয়ে নিয়মিত কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন।

রিশতা-নাতা সেক্রেটারী বলেন-এ যাবৎ দশটি সম্পর্ক ঠিক হয়েছে, যাদের নিকাহ সম্পন্ন হয়েছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী আমুরে খারিজার কাছে জানতে চান যে পুরো বছরে তাঁর পরিকল্পনা কি এবং কি কি কাজ তাঁর অধীনে রয়েছে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেব বলেন, তাহরীকে জাদীদের নিয়ম অনুসারে আমুরে খারিজার কাজ হল সরকারি কর্তৃপক্ষ, ধর্মীয় সংগঠনসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক করা। এছাড়াও সংবাদ পত্রিকা এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সংবাদ পত্রিকা এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কাজ তো আপনারা করছেন না। সেক্রেটারী সাহেব বলেন, এই কাজ হুযুরের মিডিয়া টিমের উপর ন্যস্ত রয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আজ থেকে এই কাজ আমি আপনাদেরকে সোপর্দ করলাম। একটি কমিটি বা দল গঠন তৈরী করুন, যারা মিডিয়া, প্রেস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির তদারকি করবে। এখন থেকে জামাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরার কাজ আপনাদের দায়িত্বে দেওয়া হল। যদি কোথাও জামাতীয় নীতি-বিষয়ক কোনও সমস্যা দেখা, তবে মিডিয়া বা প্রেসে পাঠানোর পূর্বে আমার কাছ থেকে নির্দেশনা নিবেন। জামাতের বিবৃতি ও প্রেস-বিজ্ঞপ্তি ও সাক্ষাতকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি হবেন জামাতের প্রতিনিধি।

হুযুর আনোয়ার ডক্টর নাসীম রহমতুল্লাহ্ সাহেব, ইনচার্জ মিডিয়া টিমকে সম্বোধন করে বলেন- মিডিয়া টিম সংক্রান্ত আপনার যদি কোনও পরিকল্পনা থাকে বা যা কিছু নির্দেশনা রয়েছে, সেগুলি সেক্রেটারী আমুরে খারিজাকে দিন। আজ থেকে আমুরে খারিজা বিভাগ এই বিষয়টি দেখাশোনা করবে।

হুযুর বলেন: আমুরে খারিজা বিভাগই অন্যান্য জামাত এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবে। আমি আপনাদেরকে নতুন এসাইনমেন্ট দিচ্ছি। আপনাদেরকে উত্তর আমেরিকার মুসলিম কাউন্সিলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তারা জামাতের উপর যে সব আপত্তি তুলেছে, সেগুলির উত্তরও দিতে হবে।

আপনারা একটি দল গঠন করুন। বর্তমান কালের সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতে আপনাদের কিছু বিবৃতি হয়ে থাকে, আর কিছ বিবৃতি থাকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের পরিস্থিতি প্রেক্ষিতে। এ ক্ষেত্রে আপনাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেখানেই পাকিস্তানী আহমদীর বিষয় সামনে আসবে, সেখানে আপনি আমার অনুমতি না নিয়ে কোনও প্রকার বিবৃতি দিবেন না।

আপনি সরাসরি আমীর সাহেবের নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন। আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র নন। এছাড়াও আমার প্রেস ও মিডিয়া বিভাগের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখুন। যদি কোনও আপাতকালীন পরিস্থিতি দেখা দেয়, তবে আপনি ফোন বা ই-মেল-এর মাধ্যমে আবিদ ওহীদ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। এই অফিসটি দিবারাত্রি খোলা থাকে। কেবল আবীদ সাহেবই নয়, অন্যান্য আরও কর্মী ও সদস্য সেখানে কাজ করেন। সেখানকার কর্মীদের যোগাযোগ নম্বর সংগ্রহ করে রাখুন।

এরপর হুযুর বলেন, সংবাদ পত্রে প্রকাশিত প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর বিবৃতি জারি করতে হবে, এমনটি আবশ্যক নয়। অনেক সময় কিছু বিষয় থাকে যেগুলি জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। এমন বিষয়ের শরিক হবেন না। অন্যান্য মুসলমানদে উত্তর দিতে দিন। তবে যদি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা নিজেরাই আপনার কাছে আসে, তবে আপনি তাদেরকে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু নীতির প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যদি এমন কোনও নীতিগত প্রশ্ন আসে, যার উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে আপনার বিবৃতি কুটনৈতিক হওয়া বিধেয়। পরে এমন বিষয়ে আমার কাছে নির্দেশনা নিন। দিক- নির্দেশনা নেওয়ার পর আপনি চূড়ান্ত বিবৃতি জারি করতে পারেন।

এরপর ন্যাশন্যাল সেক্রেটারী আমুরে খারিজা রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আমাদের অধিকাংশ মামলা বিবাহ-সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে। গত আড়াই বছরে আমাদের কাছে ৪২টি খুলা এবং আঠারোটি তালাক-এর কেস এসেছে। যার মধ্যে ৪৪টির কেসের নিরসন করতে আমরা সফল হয়েছি। ১৫টি কেসের ক্ষেত্রে আমরা সন্ধি করিয়েছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সন্ধি তো হয়েই যায়। কিন্তু বছর পরেই বিশেষ করের মেয়েরা নিজেদের স্বামীর নামে অভিযোগ করতে আসে যে, তাদের আচরণ ঠিক নয়। তাই তাদের সমস্যার নিষ্পত্তি হওয়ার পর যোগাযোগ রাখা উজিত। কমপক্ষে তরবীয়ত সেক্রেটারী যেন অবশ্যই এমন মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, জাতীয় স্তরেও 'ইসলাহি কমিটি' রয়েছে, স্থানীয় স্তরেও ৩৫টি কমিটি রয়েছে। হুযুর তরবীয়ত সেক্রেটারীকে নির্দেশ দেন যে, সদর লাজনাও এই কমিটির সদস্য হয়ে থাকেন। তাই আপনাকে প্রত্যেকটি বাড়িবাড়ি পৌঁছতে হবে। যেখানেই কোনও সমস্যা বা বিবাদে সূত্রপাত হয়, আপনি তৎক্ষণাৎ আপনি যেন রিপোর্ট পেয়ে যান। তাই এমন পরিকল্পনা করুন যাতে লাজনাদের পক্ষ থেকে রিপোর্ট আসে। (ক্রমশ...)

কুরআন ও হাদিসের আলোকে খিলাফত

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

(শেষ পর্ব)

উপরোক্ত হাদিসটি বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা বুঝতে সক্ষম হবো, আমাদের পূর্ববর্তী শতাব্দী জুড়ে ঘটমান সমস্ত ইতিহাস পূর্বেই মুহাম্মদ (সা.) বর্ণনা করে গেছেন। এ হাদিসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার পূর্বে কুরআনের একটি আয়াত ও অন্য একটি হাদিসকে একত্রিত করে বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কখনোই তাঁর বান্দাকে আযাবে পতিত করতে চান না। মহান খোদা মায়ের চেয়েও বেশি মমতা রাখেন। মা যেভাবে তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে না-তেমনি করুণাময় খোদা তায়ালাও বান্দাকে আযাবের পূর্বেই আগাম সতর্ক করে দেন। ভালবাসার প্রেরণা থেকে সৃষ্ট মানুষকে সব সময় সঠিক পথ নির্দেশিকার মাধ্য মে আলণ্ঢাহ্ পরিচালিত করতে চেয়েছেন। অথচ এই বান্দা নিত্য ভ্রান্ড়িতে নিপতিত হয়েছে। তারপরও গাফুরুর রাহিম খোদা পরিত্রাণের সর্বশেষ বন্দোবস্ত টুকু মানবের জন্য করেছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "আমার শতাব্দী উত্তম, তারপর তৎসন্নিহিতগণ, এরপর তৎসন্নিহিতগণ, এরপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে।"

(নিসাঈ, মিশকাত)

এই হাদিসে মুহাম্মদ (সা.) এর যুগ হতে তিনশত বৎসর পর্যন্ত উত্তম যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষেও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ঐ তিনশত বৎসর স্বর্ণযুগ ছিল। এরপরই নৈতিকতার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। মানুষ নিজের খেয়াল খুশির গোলামে পরিণত হয়। ইসলামী সভ্যতা ধীরে-ধীরে ধ্বংসের দিকে যেতে থাকে। এই অবনতির সময়টুকু পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে -অর্থাৎ "তিনি আল্লাহ আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে (কুরআনী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য) ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এরপর তা তাঁর দিকে উঠে যাবে একদিনে, যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর।"

(সূরা আস-সাজদাহ: ৬)।

উত্তম তিনশত বৎসর ও অধঃপতিত এক হাজার বছর যোগ করলে মোট তেরশত বৎসর হয়। এই মোট তেরশত বছর পরই প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.) আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। ইতোপূর্বে উল্লেখিত হাদিসটিতে তেরশত বছরের যে চিত্রকল্প অংকিত হয়েছে তা আজকের প্রেক্ষাপটে ও ইতিহাসের মানদন্ডে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী পূর্ণ হবারই ছিল। গত তেরশত বছর আজ উচ্চ কণ্ঠে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, দেখ! আজ মুহাম্মদের (সা.) বাণী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে সুরাইয়্যা নক্ষত্র হতে ইমানকে ধরাধামে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

হযরত আলীর (রা.) মৃত্যুর পর আমীর মুয়াবিয়া ও তাঁর পুত্র ইয়াজিদের আমল থেকে শুরু হয় বাদশাহাতের মোড়কে খিলাফতের ধারা। বাস্তবিকপক্ষে হযরত আলী (রা.)-র পরে মুসলিম উম্মাহ সত্যিকার খিলাফতের মর্যাদা হতে নিজেদেরকে বিচ্যুত করে ফেলে। মুসলিম রাজ্যসমূহের উত্থান-পতনের ধারাবাহিকতায় কখনো এক আবার কখনো বা একাধিক শাখায় হয়ে খিলাফত যায় তুরস্কের যমীনে। ১৯০৮ সালে ওসমানী সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের ক্ষমতাচ্যুতির সাথে সাথে তথাকথিত খিলাফতের অবসান ঘটে। যদিও সে সময় এ তথাকথিত খিলাফতের তেমন কোন কার্যকারিতা ছিল না, তবুও খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা সে সময় পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে যায়নি। তাইতো সমসাময়িক মুসলিম সুলতানগণ সমসাময়িক খলীফাতুল মুসলিমীনের সনদ ও স্বীকৃতি আদায়ে তৎপর থাকতো। তবে ঘটনা যাই হোক এই এক হাজার বছরে নানা চড়াই-উৎরাই পার করতে হয় মুসলমানদের। একক নেতৃত্বের অভাব তাদেরকে আকাশের চূঁড়া থেকে যমীনের অতলে পতিত করে। সুষমাময় একটি জাতি অল্প কিছু দিনেই ভ্রান্তিপাশে পড়ে । ব্যাকুল চিত্তে মু'মিনের প্রাণ বিগলিত হতে থাকায় আল্লাহর রহমত আকর্ষিত হয়। ফরমান আসে ঐশী মেহফিলের। আবারো বসন্ত আসে জাতির জীবনে। ভর জোয়ারে ধুয়ে যায় সব পংকিলতা। নবুওয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলে

"মহানবী যে চুপ হয়ে গেলেন" এ কথাটি রাবির বর্ণনা; হাদিসের অংশ নয়। এ নেয়ামত কেয়ামত কাল পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে। পৃথিবীর কোন শক্তি একে ছিন্ন করতে পারবে না। তবে শর্ত হলো শুধু আমলে সালেহ বা যুগোপযোগী সৎকর্ম। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে খিলাফত কায়েমের যে অঙ্গীকার এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন--কোন মানুষের কর্ম নয় যে, সে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবে। কোন দুমখের এ অধিকার নেই যে, সে বলে খোদার অঙ্গীকার পরিপূর্ণ হয়নি। "নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ কর না অঙ্গীকার"।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন- মা মিন নবুওয়্যাতিন কাততু ইল্লা তাবিয়াত হা খিলাফাতুন। অর্থাৎ- "কোন নবীই এমন ছিলেন না যাঁর পরবর্তীতে খিলাফত কায়েম হয়নি।" (কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.১১৯)। তাই আজ দুনিয়ার বুকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) এর জামাতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) মুহাম্মদের গোলামীর চাদরে নবী (উম্মতি) ছিলেন। খিলাফত প্রতিষ্ঠা নবুওয়াতের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে। খিলাফতবিহীন কোন নবুওয়াত হতে পারে না। খোদা কর্তৃক নির্বাচিত খলীফা (নবী) এমন এক জাতি তৈরী করে যারা পরবর্তীতে খোদা সমর্থিত ব্যক্তি (খলীফা) নির্বাচনে সক্ষম হন। এসবই খিলাফতের অফুরান বরকতের তূর্য নাদ।

হাদিসে নবী (সা.) তে বর্ণিত হয়েছে-"মুসলমান জামাত ও এর ইমাম এর সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে রাখ।"

(হাদিসটি হুয়াফা বিন ইয়ামন রাযিআল্লাহু আন্নহু বর্ণনা করেছেন) আমি বললাম তাদের যদি জামাত ও ইমাম (খলীফা) না থাকে? আঁ-হযরত (সা.) বললেন "তাহলে অন্যসব ফিরশগুলো থেকে পৃথক করে রাখ। এ কারণে যদি তুমি গাছের বাকল বা ছাল চিবাতে বাধ্য হও তবুও। আর এভাবে তুমি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কাটাও।" (বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব কায্ফাল আম ইয়া লাম তাকুনুল জামাত)।

যে সমাজে খলীফার ছায়া থাকে না সে সমাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত যদি ছাল-বাকল খেয়ে কাটাতে হয় তবুও স্বীয় নফসকে দলাদলি হতে দূরে রাখতে হবে। নেতৃত্বহীন জামাত পৃথিবীর জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে নেতৃত্ব ব্যতীত কোন জামাতই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই যে অমূল্য বরকতের আমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছি এখন তার কদর করা একান্ত আবশ্যকীয়। হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন" বয়াত করা একান্ত জরুরী। এটি একটি সুন্নত। যে কোন মূল্যেই হোক অবশ্যই একে জীবিত রাখতে হবে। এজন্য যা আবশ্যক তা এই, বয়াতের বাক্যগুলো উচ্চারণের সময় যখন মন-প্রাণ বিশেষভাবে বেদনাবোধ করে তখন একটি নতুন জীবন লাভ হয়। এই সময়টার মূল্যবোধকে অনুধাবন করুন। একে হাতছাড়া হতে দিবেন না।"

(আল-ফযল, ২২/০৬/১৯৮২ইং)।

ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭ বাংলা তে বলা হয়েছে-" খলীফা নির্বাচন করা মুসলমানের জন্য জরুরী। খলীফাহীন ইসলাম কর্ণধারবিহীন তরীতুল্য বিষন্ন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। এজন্য মুসলিম জগতের পক্ষে খলীফা নির্বাচন করা জরুরী হয়েছে। উহা না করা পাপ ও ধর্মচ্যুত এবং নির্বাচিত খলীফাকে না মানা ধর্মদ্রাহিতা।"

আজ ইসলামী বিশ্ব ইসলামী শাসন প্রবর্তন করতে চায়। অথচ বিশ্বব্যাপী এক খলীফা নির্বাচনের সাধ্য তাদের নেই। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে। জগতের সামনে আমাদের খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ, যদি তোমরা পার তাহলে খলীফা নির্বাচন করে দেখাও। পৃথিবীর বুকে কোন মানুষ খলীফা নির্বাচন করতে পারবে না। যদি পারতো তাহলে তারা বহু আগেই তাদের পরিকল্পনায় সফল হতো। জীবনের প্রয়োজনে পরকালের পরিত্রাণের পথ প্রাপ্তির নেশায় মানুষ বহুবার চেষ্টা করেছে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু খোদা তায়ালার কাজ মানুষ কিভাবে সম্পন্ন করতে পারে? যার প্রতিনিধি তিনি ছাড়া আর কে তাঁকে মনোনীত করতে পারে। বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জগতকে ধবংসের ক্ষেত্র রচনায় নিত্য উপকরণ যোগাচ্ছে। অন্য দিকে শান্তির নিবাস বিনির্মাণে সদা অবিচল আছে আহমদীয়া মুসলিম জামাত। এক নেতার অধিনে থেকে শীশা গলিত প্রাচীরের ন্যায় আমরা হব সূত্রবদ্ধ একরাশ পেলবতাময় পুস্পদানের মত।

হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হবার পর এক খুতবায় বলেছিলেন- " আমাকে আল্লাহ্ খলীফা বানিয়েছেন। তোমাদের মাঝে এর মাধ্যমে যেন ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং তোমাদের ঐক্য সুদৃঢ় করা হয়।"

(দায়েরাতুল মারিফ, ৩য় খন্ড, পৃ:৭৫৮)।

হযরত ওসমান (রা.) এর সময় ফিৎনা চরম আকার ধারণ করলে

হযরত হানযালা কবিতাকারে বলেছিলেন- "বিদ্রোহীদের কথা শুনে আমি আশ্চর্য হই কারণ খিলাফতকে ভেঙ্গে দিতে চায়। বাস্তবে এই খিলাফত ভেঙ্গে গেলে মুসলমানরা সব মঙ্গল ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে এবং সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও অপমানিত হবে। এমনকি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত হয়ে যাবে। বিপথগামিতার দিক দিয়ে সবাই সমান হয়ে যাবে।" (অনুবাদ- ইবনে কাসির, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৩)।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন- "আধ্যাত্মিক জগতের অগ্নিশিখা আল্লাহর নূর। সেই চিমনি-যার মাধ্যমে নূর আলোকিত হয়, সেই চিমনি আল্লাহর নবীগণ। এমনিতে প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে আল্লাহর নূর বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু মানুষ সেটা দেখে না। যখন আল্লাহর নবীর আগমন হয় এবং যখন (নবী) সেই নূর নিজ হাতে দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরেন তখন প্রত্যেক মানুষ তা দেখতে পারে। ---------- তখন সে নূর বিকশিত হয় এবং প্রদীপের ন্যায় এর আলো অনেক বেশি ব্যাপকতা লাভ করে এবং নবুওয়াতের মধ্যে তা পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু নবী তো বহুকাল জীবিত থাকেন না। স্বাভাবিকভাবে তিনি জীবন ও মৃত্যুর অধীনে। তিনি যেহেতু অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন না তাই তাঁর নূর বা আলো অনেক দূর-দূরান্তে পৌঁছাবার জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

সুতরাং এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এর নাম খিলাফত। (তফসিরে কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩১৯-৩২১, সূরা নূর, আয়াত ৫৬)।

খিলাফতের হাতে বয়াত করার মাধ্যমে সেই নূরের অংশ লাভ করা সম্ভব। সর্বাবস্থায় আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের আমিত্বের অবদমন সম্ভব হয় এবং নিঃশর্ত সমর্থনের মাধ্যমে নিজের মধ্যে অসহায়ত্বের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে আল্লাহর রহমত আকর্ষিত হয়। তাই খিলাফতকে খোদা প্রাপ্তি ও তৌহিদের প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। নিয়ত খোদার দরকারে ঝুঁকে থাকার তাগিদ অনুভূত হয় খিলাফতের অমিয় পানের মাধ্যমে। নেতারূপী ঢালের পেছনে থেকে যুদ্ধ করার কারণে মু'মিনরা জগতের কোন শক্তিকেই তখন আর তোয়াক্কা করে না। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "আঁহযরত (সা.) বলেছেন সচ্ছলতা হোক বা অস্বচ্ছলতা হোক, আনন্দমুখর পরিস্থিতি হোক বা নিরানন্দ হোক, ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক বা স্বজনপ্রীতি হতে দেখ; যেকোন অবস্থা হোক, সব অবস্থায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসকদের আদেশ মেনে চলা এবং তাদের আনুগত্য করা তোমাদের জন্য ফরয।'

(মুসলিম, কিতাবুল ইমারত)।

এক নেতার অধীনে থাকার কারণে যেকোন ফেতনা-ফাসাদ থেকে জাতি মুক্তি পেয়ে থাকে। খোদা তায়ালার সাথে সরাসরি তাঁর মনোনীত খলীফার সম্পর্ক থাকে। তাই যেকোন পরিস্থিতিতে ঐশী দিক নির্দেশনায় উদ্ভাসিত হয় মু'মিনদের জামাত। পাহাড়সম বিপদ তৃণখন্ডের মত ভেসে যায় নিমেষে। হাজারো বিপদের ঢেউ উতরে নৌকা তাতে আরোহনকারী মু'মিনদের নিয়ে খলীফার নেতৃত্বে কালেমার পালে আমলের হাওয়া চালনা করে খায়ের আঞ্জামে পৌঁছে। আঁ– হযরত (সা.) বলেন- "তোমরা যখন এক হাতের উপর একত্র হও এবং তোমাদের মধ্যে একজন আমীর (নেতা) নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এরপর কেউ এসে যদি তোমাদের এই একতার (ঐক্যবদ্ধ) অবস্থাকে লাঠি মেরে ভাঙ্গতে চেষ্টা করে, তোমাদের জামাতে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, তোমরা তাকে হত্যা কর (অর্থাৎ-তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কর এবং তার কথা শুনবে না)।"

-(মুসলিম, বুখারী)।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন-" আঁ- হযরত (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা থেকে নিজেকে পৃথক করে সরে পড়েছে সে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় দাঁড়াবে যে, তার হাতে কোন যুক্তি প্রমাণ বা অজুহাত থাকবে না। এরপর সে যদি সেই অবস্থায় মারা যায় যে, সেই ইমামের হাতে বয়াত করেনি, তাহলে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।"

কত বড় সাবধানবাণী! আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি যে, কোন পথে আমরা চলেছি? আমাদের জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার জন্য আমরা কাকে দায়ী করবো? যখন আল্লাহ্ প্রশ্ন করবেন-"কেন তোমরা আমার ইমামের আনুগত্য করনি?"

তাই আজ যুগ ইমামের হাতে বয়াত করা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। যদি আমাদের পারলৌকিক জীবনের ভিত্তি রচনা করতে হয় তাহলে খিলাফতের আনুগত্য ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। অনিরুদ্ধ এই বাস্তবতাকে যত শীঘ্র অনুধাবন করা যাবে ততই মঙ্গল।

ধারাক্রম : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওফাতের পর আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৩২-৬৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হযরত আবু-বকর (রা.) প্রথম খলীফা হিসাবে মু'মিনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে উম্মাহকে পরিচালনা করেন। এরপর ৬৪৪ পর্যন্ত হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.), ৬৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হযরত ওসমান (রা.) ও ৬৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হযরত আলী (রা.) আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে খিলাফতের মসনদের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এরপরই উমাইয়া বংশের আমীর মুয়াবিয়া কর্তৃক বাদশাহাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তা জারি থাকে।

উমাইয়া বংশের পতনের পর আব্বাসীয় বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পায় এবং তা ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। ৯০৯ সনে মিশরে ফাতেমীয় বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১১৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রবাহমান থাকে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ, ফ্রান্স, ওলন্দাজসহ বিভিন্ন উপনেবেশিক শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করতে থাকে। এ সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বস্তুবাদী সমাজবাদ, সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয় এবং বস্তুবাদী দর্শন মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠে। ১৭৬০ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ও যুগান্তকারী সব আবিষ্কারের ফলে নতুন বিশ্ব সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। ইতিহাসে রেনেসাঁর সূচনা হয়। মানুষ অধিক মাত্রায় দুনিয়াদারীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। একদিকে বস্তুবাদিতার প্রকটতা অন্যদিকে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতার নিমিত্তে আলণ্ঢাহ তায়ালার ওয়াদা মোতাবেক প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আগমন করতে থাকেন যুগ ইমামগণ। প্রচলিত ধ্যান-ধারনার বিপরীতে সত্যিকার খোদায়ে যুলজালের ইচ্ছা প্রকাশের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য তাঁরা নির্যাতিতও হন। তবুও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য আধ্যাত্মিক বারি সিঞ্চনের নহর প্রবাহিত রাখেন। অপরদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বকে এক-করার উপকরণ জড়ো হতে থাকে। এই দুটি সমান্তরাল ধারা অবশেষে বিশ্ব ইমামত প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবমান হয়। নিম্নে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মুজাদ্দিদগণের নাম উল্লেখ করা হলো :-

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) (৭১৭-৭২০) ২য় হিজরী ।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)- ৩য় হিজরী শতাব্দী ।

আবু শরাহ (রহ.) ও আবুল হাসান আশআরী (রহ.)- ৪র্থ হিজরী শতাব্দী।

আবু ওবায়দুলণ্ঢাহ নিশাপুরী (রহ.) ও কাজী আবু বকর বাকলানী (রহ.)- ৫ম হিজরী শতাব্দী।

হযরত ইমাম গাযযালী (রহ.) ও সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)- ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দী।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরী (রহ.)- ৭ম হিজরী শতাব্দী।

হাফিয ইবনে হাযর আসকালানী (রহ.) ও হযরত সালেহ বিন উমর (রহ.)- ৮ম হিজরী শতাব্দী।

ইমাম সিউতি (রহ.)- ৯ম হিজরী শতাব্দী।

ইমাম মুহাম্মদ তাহির গুজরাটি (রহ.)- ১০ম হিজরী শতাব্দী।

মুজাদ্দিদ আলফে-সানী সৈয়্যদ আহমদ সারহিন্দী (রহ.)- ১১শ হিজরী শতাব্দী।

শাহ ওলি উলণ্ঢাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.)- ১২শ হিজরী শতাব্দী।

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ.)- ১৩শ হিজরী শতাব্দী।

সূত্র: নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ কর্তৃক ১২৯১ হিজরী সনের রচিত "হুজাজুল কিরামা ফি আসারিল কিয়ামাহ" পুস্তক দ্রষ্টব্য। এরপর মুসলিম উম্মাহ আর তার মুজাদ্দিদ খুঁজে পায়নি। হাদিসে হযরত রাসুলুলণ্ঢাহ প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে যে যুগ ইমাম আসার কথা বলেছেন- নাউযুবিল্লাহ! তাহলে কি তা মিথ্যা হয়ে যাবে? অবশ্যই না। চাঁদ-সূর্য তার দিক পরিবর্তন করতে পারে পৃথিবী তার সব নিয়ম ভঙ্গ করতে পারে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কথার কোন হেরফের হতে পারে না। নিজেদের জিদের বশবর্তী হয়ে সেই মহান নবীর (সা.) অমর্যাদা করার দুঃসাহস আমাদেরকে কে দিয়েছে? আল্লাহর বাণী সত্য সাব্যস্থ হয়েছে।

সলিমুল্লাহ সাহেবের ভাষায় বলি

"উথলিয়া উঠে করুণা সাগর
করিলেন দয়া দান।
মসীহে মাওউদ ইমাম মাহদী
পাঠালেন ধরাধামে,
আশৈশব যে আশেকে রাসুল
ডুবে থাকে সেই নামে।"

(নযমুল মাহদী)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday,21 Nov , 2019 Issue No.47

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) শেষ যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হিসাবে আবির্ভূত হয়ে জগতের সামনে ঘোষণা করেন- “এ যুগে অল্লাহ্ তায়ালার এটিই ইচ্ছা যে, সারা বিশ্বের সব ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করা হবে। আল্লাহ তায়ালা এ উদ্দেশ্যেই আমাকে প্রেরণ করেছেন। যেভাবে পূর্বযুগে আল্লাহ “মামুর মিনাল্লাহ” প্রেরণ করতেন, ঠিক সেই একইভাবে এ যুগেও “মামুর মিনাল্লাহ” অর্থাৎ আল্লাহর খাস উদ্দেশ্যে আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তি হিসেবেই আমি প্রেরিত হয়েছি”। (আল হাকাম: ৩১শে জানুয়ারি ১৯০৪ সন)।

তিনি (আ.) আরো বলেন- “ আমি সেই বৃক্ষ, প্রকৃত বিশ্ব অধিপতি খোদা তায়ালার যাকে স্বহস্তে রোপন করেছেন।”

(তোহফায়ে গোলড়াবিয়া, জামিমা:পৃ-৯)।

আঞ্জামে আথম পুস্তিকার ৬৪ পৃষ্ঠায় তিনি (আ.) ঘোষণা করেন “দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তোমরা বুঝে নাও যে, আমার প্রতিষ্ঠিত সিলসিলা আলণ্ঢাহর স্বহস্তে রোপিত চারা বিশেষ। খোদা তায়ালা কখনো একে বিনষ্ট করবেন না। একে পূর্ণতা দান না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন না। আর সে চারাকে আল্লাহই পরিচর্যা করবেন এবং এর চতুর্দিকে রক্ষাবেষ্টনী সংস্থাপিত করে আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি দান করতে থাকবেন।”

আনওয়ারুল ইসলাম পুস্তিকার ২২ পৃষ্ঠায় তিনি (আ.) বলেন- “তোমরা অবশ্যই স্মরণ রেখ এবং মন দিয়ে শ্রবণ কর যে, আমার রূহ ধ্বংস হওয়ার রূহ নয়। আর আমার প্রকৃতিতে আকৃতকার্যতার লেশমাত্র চিহ্ন নেই। ঐ প্রকারের সাহস এবং এমন পর্যায়ের সত্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাকে আশীষযুক্ত করা হয়েছে, যার সম্মুখে পর্বতও তুচ্ছ। আমি কারো পরওয়া করি না। আমি একা ছিলাম এবং এরূপ একা থাকতে আমি মোটেই নারাজ ছিলাম না। খোদা কি আমাকে বর্জন করবেন? কখনও না। তিনি কি আমাকে নিষ্ফল করে দিবেন? অবশ্যই নয়। দুশমন লাঞ্ছিত হয়ে যাবে এবং হিংসুক লাঞ্ছিত হবে;খোদা তাঁর-নিজ বান্দাকে (খাকসারকে) প্রত্যেক ময়দানে বিজয় দান করবেন।” তিনি (আ.) আরো বলেন“স্মরণ রাখবেন, এরকম দোয়াও যদি আপনারা করেন যে, দোয়া করতে করতে আপনাদের মুখে ঘা হয়ে যায় এবং ক্রন্দন করতে করতে এমনভাবে সিজদাতে মাথা নত করে ফেলেন যার ফলে নাক ঘষে ঘষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, আর অনবরত অশ্রুপাত হতে হতে চোখের আবরণ গলে গিয়ে চক্ষুর পালকসমূহ ঝরে পড়ে যায়, এমনকি আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটির আতিশয্যের দরুন দৃষ্টিহীনতা গ্রাস করে এবং অবশেষে মস্তিস্ক শীর্ণ হয়ে মৃগী অথবা উম্মাদগ্রস্থ হয়ে যায় তবুও আমার বিরুদ্ধে আপনাদের দোয়া তথা বদদোয়া আল্লাহ্ শ্রবণ করবেন না। কেননা, আমি খোদা কর্তৃক প্রেরিত। ----------আমার রূহে সেই সত্যতা বিদ্যমান যদ্বারা ইব্রাহীম (আ.) কে আশীষযুক্ত করা হয়েছিল। আল্লাহর সঙ্গে আমার হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর সমতুল্য সম্পর্ক বিদ্যমান। আমার এ গুঢ় রহস্য আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেউ অবগত নয়। আমার বিরুদ্ধে ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মেতে উঠে বিরুদ্ধবাদী লোকগণ নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আমি ঐ রকম (দুর্বল) চারা নই যা তাদের হাতে উপড়িয়ে ফেলতে পারে।” (আরবাঈন পুস্তকের ৫ম খন্ড, ৫-৭পৃ.)। তাঁর (আ.) মৃত্যুর পর ১৯০৮ সনের ২৭শে মে হযরত আলহাজ হাজীউল হারমাইন হাফেজ নুর-উদ্দিন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হিসাবে নির্বাচিত হন। তাঁর (রা.) মৃত্যুর পর ১৯১৪ সালের ১৪ই মার্চ হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ ফজলে ওমর ও মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ আস-সাণী খিলাফতের মসনদে আসীন হন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস নির্বাচিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৮২ সালে ১০ই জুন তারিখে হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হিসাবে নির্বাচিত হন এবং তাঁর মৃত্যুর পর লন্ডন সময় ২০০৩ সনের ২২শে এপ্রিল তারিখে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাল্লামাহু তায়ালা (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ খামেস হিসাবে খিলাফতের আসন অলংকৃত করেন। এই ধারাক্রম কেয়ামতকাল অবধি চলমান থাকবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন- “স্মরণ রাখ, কুরআন শরীফে অনেক এমন আয়াত সমূহ আছে যাতে এ উম্মতের চিরস্থায়ী খিলাফতের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর হাদিস গ্রন্থসমূহেও এ সম্পর্কে বড়-বড় হাদিস রয়েছে। কিন্তু কার্যত এতটুকু লিখাই যথেষ্ট হবে। এখানে তাদের জন্য যারা প্রমাণিত সত্যসমূহকে মহা সম্পদ মনে করে গ্রহণ করে নেয় এবং ইসলাম সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি অশুভ চিন্া হতে পারে না যে, একে যদি একটি মৃত ধর্ম মনে করা হয়; এবং এর কল্যাণ সমূহকে কেবলমাত্র প্রথম যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করা হয়। ”

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ৩৫৫)।

****

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা’লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদেররক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন।

অশেষ কল্যাণের সমাহার এই জলসায় প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যেন অবশ্যই আসে যারা পাথেয় বহন করার ক্ষমতা রাখে। তারা যেন প্রয়োজন মত শীতের লেপ-কাঁথা সঙ্গে আনে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথে তুচ্ছ তুচ্ছ বাধাকে গ্রাহ্য না করে। খোদা তা’লা নিষ্ঠাবানদের প্রতি পদে সওয়াব দান করেন। তাঁর পথে কোনও পরিশ্রম ও কাঠিন্য বিফলে যায় না। আর পুনরায় একথা লেখা হচ্ছে যে, এই জলসাকে সাধারণ মেলার মত মনে করো না। এর ভিত্তি সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয়ের মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি প্রস্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা’লা নিজ হাতে রেখেছেন। আর এজন্য তিনি জাতিসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা অচিরেই এতে এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।”

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা’লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন। আর পরকারে তাঁর সেই সব বান্দাদের সাথে তাদের উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি ও করুণা ধারা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের শেষ যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত যেন বিদ্যমান থাকে।

হে খোদা, হে মর্যাদাবান খোদা, হে দাতা ও পরম দয়াময় খোদা, হে দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান কর। কেননা, সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন।”

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir